সূচিপত্র

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন গোত্র ২৯

আরব ভূখণ্ডের আয়তন ও অবস্থান ২৯

আরবের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ৩০

আল-আরাবুল মুস্তারিবা ৩৩

আরবের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা ৪০

ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা ৪১

হিরার যত রাজাবাদশাহ ৪৩

সিরিয়ার রাজাবাদশাহ ৪৫

হিজাযের শাসনব্যবস্থা ৪৬

সমগ্র আরবের শাসনব্যবস্থা ৫৩

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৫৪

আরবদের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় মতবাদ ৫৫

ইহুদি ধর্ম ৬৪

খ্রিষ্টধর্ম ৬৫

অগ্নিপূজারি সম্প্রদায় ৬৬

সাবেয়ি সম্প্রদায় ৬৬

নানা ধর্মের সমাহার ৬৬
জাহিলি যুগের আরব সমাজ ৬৭
সামাজিক অবস্থা ৬৭
অর্থনৈতিক অবস্থা ৭১
চারিত্রিক অবস্থা ৭১

নবিজির বংশধারা ও পরিবার ৭৫
বংশধারা ৭৫
পরিবার ৭৭

নবিজির নবুয়ত-পূর্ব জীবন ৮৪
দুনিয়ার বুকে নবিজির আগমন ৮৪
বনু সাদে কয়েক বছর ৮৫
ফিরে এলেন মায়ের কোলে ৮৮
দাদার সান্নিধ্যে ছোট্ট নবিজি ৮৮
নবিজির অভিভাবক প্রিয় চাচা আবু তালিব ৮৯
হঠাৎ নেমে এল বৃষ্টির ধারা ৮৯
খ্রিস্টান পাদরির ভবিষ্যদ্বাণী ৯০
মক্কার বুকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ৯১
শান্তির পথে মক্কাবাসী ৯১
নবিজির কর্মমুখর জীবনযাপন ৯২
খাদিজার সঙ্গে শুভবিবাহ ৯৩
কাবাঘর নির্মাণ এবং সমস্যার সমাধান ৯৪
নবুয়তের আগে কেমন ছিলেন নবিজি? ৯৫

নবিজির নবুয়ত-পরবর্তী জীবন ৯৮
হেরা গুহায় নবিজি ৯৮

জিবরিলের আগমন এবং ওহি নাযিলের ঘটনা ৯৯
ওহি বন্ধের সময়কাল ১০৫
ওহি নিয়ে দ্বিতীয়বার জিবরিলের আগমন ১০৬
ওহি নাযিলের পদ্ধতি ১০৭

নবিজির কাঁধে সুমহান দায়িত্ব ১০৯
দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় ও পরিক্রমা ১১২

প্রথম পর্যায় : ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন ১১৩
দাওয়াতি কাজের সূচনা ১১৩
কাছের মানুষদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত ১১৩
দিনে ২ ওয়াক্ত সালাত! ১১৫
কুরাইশদের কানে ইসলামের বাণী ১১৬

দ্বিতীয় পর্যায় : মক্কার বুকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ১১৭
দ্বীন প্রচারে আল্লাহর আদেশ ১১৭
আপনজনদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত ১১৮
সাফা পাহাড়ে একদিন ১১৯
হকের জয়গান শিরকের অবসান ১২১
দ্বীন থেকে হাজিদের দূরে রাখার চক্রান্ত ১২২
দ্বীন প্রচারে যত বাধা ১২৪
অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ১৩০
দারুল আরকাম : মুসলিমদের বৈঠকখানা ১৩৯
হাবশায় প্রথম হিজরত ১৪০
হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত ১৪৪
মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের চক্রান্ত ১৪৪
নবিজির প্রিয় চাচাকে কুরাইশদের হুমকি! ১৪৮

আবু তালিবের সাথে সমঝোতার চেষ্টা ১৪৯
নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা ১৪৯
ইসলামের ছায়াতলে হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ১৫৩
ইসলামগ্রহণের এক আশ্চর্য ঘটনা! ১৫৪
মুশরিকদের রোষানলে উমার ইবনুল খাত্তাব ১৫৮
উমারের উদ্যোগে প্রকাশ্যে সালাত আদায় ১৬০
দ্বীন ছেড়ে দাও! আমরা তোমায় দুনিয়া দেব! ১৬১
নবিজির পাশে বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিব ১৬৩

সামাজিক বয়কট ১৬৫
নবিজিকে হত্যার ভিন্ন এক কৌশল ১৬৫
দুঃখ-দর্দশার ৩টি বছর ১৬৬
অমানবিক চুক্তি থেকে অবশেষে মুক্তি ১৬৭
আবু তালিবের সাথে কুরাইশদের শেষ বোঝাপড়া ১৭০

দুঃখে ভরা বছর ১৭৩
প্রিয় চাচা আবু তালিবের চিরনিদ্রা ১৭৩
উম্মুল মুমিনিন খাদিজার চিরবিদায় ১৭৫
একের পর এক মহাপরীক্ষা ১৭৬
সাওদার সাথে শুভ-পরিণয় ১৭৬
মুসলিম জাতির মূল চাবিকাঠি ১৭৭

তৃতীয় পর্যায় : মক্কার বাইরে ইসলামের বাণী ১৮৯
তায়েফের বুকে দ্বীনের দাওয়াত ১৮৯

বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তি সমীপে ইসলামের দাওয়াত ১৯৭
যেসব গোত্র ইসলামের দাওয়াত পেয়েছে ১৯৭

ইসলামগ্রহণের কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা ১৯৯
ইসলামের ছায়াতলে মদিনার ৬ যুবক ২০৫
নবিজির সংসারে উম্মুল মুমিনিন আয়িশার আগমন ২০৬
আল্লাহ তাআলার সাথে নবিজির সাক্ষাৎ ২০৭
আকাবার প্রথম বাইআত ২১৫
মদিনায় তালিম ও দ্বীনপ্রচার ২১৭
দাওয়াতি কাজে কল্পনাতীত সাফল্য ২১৭
আকাবার দ্বিতীয় বাইআত ২২০
নবিজির সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক ২২১
সাহাবিরা যেসব বিষয়ে নবিজির সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ২২২
বাইআতের ঝুঁকি এবং সাহাবিদের গুরুত্ব ২২৩
নবিজির হাতে যারা বাইআত হলেন ২২৪
১২ জন আমির নির্বাচন ২২৫
শয়তান সবকিছু ফাঁস করে দিল! ২২৬
জিহাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ২২৭
দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে ২২৭
অবশেষে সবাই নিরাপদ ২২৮

হিজরতের সূচনা! ২৩০
কুরাইশ নেতাদের এক গোপন বৈঠক! ২৩৩
নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা ২৩৫

আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত ২৩৭
শত্রুরা যখন ঘরের চারপাশে ২৩৮
শত্রুদের সামনে দিয়ে নবিজির প্রস্থান ২৩৯
নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ২৪০
গুহার ভেতরে অলৌকিক ঘটনা ২৪০

মদিনার পথে দুই মুসাফির ২৪৩
কুবায় এলেন নবিজি ২৪৮
অবশেষে মদিনায় নবিজির আগমন ২৫০

মদিনার বুকে নবজাগরণ ২৫৪
হিজরতের সময় মদিনার অধিবাসীদের অবস্থান ২৫৫

প্রথম পর্যায় : মদিনার তৎকালীন অবস্থা ২৫৬
আলোকিত সমাজের শুভসূচনা ২৬৪
মাসজিদে নববির ভিত্তিস্থাপন ২৬৫
নজিরবিহীন ভ্রাতৃত্ববন্ধন ২৬৬
ঐতিহাসিক মদিনার সনদ ২৬৮
নবগঠিত সমাজে সনদের প্রভাব ২৭০
ইহুদিদের সঙ্গে নতুন এক চুক্তি ২৭৪
কুরাইশদের ষড়যন্ত্র, মুনাফিকদের যোগসাজশ ২৭৬
মাসজিদুল হারামে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ২৭৭
মক্কা থেকে কুরাইশদের হুমকি ২৭৭
আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি ২৭৯
বদর যুদ্ধের আগে ছোট ছোট অভিযান ২৮০
সিফুল বাহর অভিযান ২৮১
রাবিগ অভিযান ২৮১
খাররার অভিযান ২৮১
আবওয়া বা ওয়াদ্দান অভিযান ২৮২
বুওয়াত অভিযান ২৮২
সাফওয়ান অভিযান ২৮৩
যুল উশাইরা অভিযান ২৮৩
নাখলা অভিযান ২৮৩

বদর যুদ্ধ **২৯০**
মুসলিমদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ! ২৯০
সৈন্যসমাবেশ এবং নেতৃত্ব বন্টন ২৯১
বদর পানে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ২৯১
মক্কার বুকে সতর্কবাণী ২৯২
মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীর প্রস্তুতি ২৯২
মক্কাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এবং যুদ্ধসরঞ্জাম ২৯২
বনু বকরকে নিয়ে যত সমস্যা ২৯৩
মক্কাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ২৯৩
বিপদমুক্ত মক্কার বাণিজ্য-কাফেলা ২৯৪
মক্কাবাহিনীর সৈন্যরা কি মক্কায় ফিরে যাবে? ২৯৪
রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের আশঙ্কা! ২৯৫
সাহাবিদের সাথে জরুরি বৈঠক ২৯৫
তথ্য জানতে নবিজির বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ২৯৮
গোলামের মুখে গোপন খবর ২৯৮
রহমতের বৃষ্টিধারা, আনন্দের ফল্গুধারা ২৯৯
যুদ্ধ মানেই বুদ্ধির খেলা! ২৯৯
নবিজির জন্য শামিয়ানা তৈরি ৩০০
চমৎকার সেনাবিন্যাস এবং প্রশান্তির নিদ্রাযাপন ৩০১
মক্কাবাহিনীর ভেতর দ্বন্দ্বকলহ ৩০২
দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান ৩০৫
যুদ্ধের ময়দানে প্রথম ইন্ধন ৩০৬
মল্লযুদ্ধের আহ্বান ৩০৭
সর্বাত্মক আক্রমণ ৩০৮
রবের কাছে নবিজির বুকভরা আকুতি ৩০৮
ফেরেশতাদের আগমন ৩০৯

তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো কাফিরদের ওপর ৩১০

রণক্ষেত্র থেকে শয়তান লেজ গুটিয়ে পালায় ৩১১

শোচনীয় পরাজয় ৩১২

যুদ্ধের ময়দানে অসহায় আবু জাহল ৩১২

দুই কিশোরের হাতে আবু জাহলের মৃত্যু ৩১৩

বদর যুদ্ধে ঈমানের দীপ্তি ৩১৪

মুসলিম ও কাফিরদের নিহতের সংখ্যা ৩১৮

মক্কায় পৌঁছে গেল পরাজয়ের দুঃসংবাদ ৩১৯

মদিনার রাজপথে বিজয়ের সংবাদ ৩২১

মদিনার বুকে ফিরে এল মুসলিম বাহিনী ৩২২

অভিনন্দন তোমাদের, হে বিজয়ী দল ৩২৩

উমারের সমর্থনে কুরআনের আয়াত ৩২৪

কুরআনের পাতায় বদরের যুদ্ধ ৩২৭

শত্রুদের বুকে যখন প্রতিশোধের আগুন ৩২৮

বনু সুলাইমের যুদ্ধ ৩৩০

নবিজিকে হত্যার চেষ্টা, অবশেষে ইসলামগ্রহণ ৩৩০

বনু কাইনুকার যুদ্ধ ৩৩৩

বনু কাইনুকার বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩৫

সাওয়িকের যুদ্ধ ৩৩৮

যু-আমরের যুদ্ধ ৩৩৯

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৩৩৯

ইসলামের শত্রু কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা ৩৩৯

বাহরান অভিযান ৩৪৪

যাইদ ইবনুল হারিসার অভিযান ৩৪৪

উহুদ যুদ্ধ ৩৪৬
কুরাইশদের প্রাণপণ যুদ্ধপ্রস্তুতি ৩৪৬
কুরাইশ সেনাবাহিনীর সার্বিক অবস্থা ৩৪৮
কুরাইশ সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা ৩৪৯
নবিজির কাছে শত্রুদের গোপন খবর ৩৪৯
মুসলিমদের সার্বক্ষণিক সতর্কতা ৩৫০
মদিনার উপকণ্ঠে কুরাইশ বাহিনী ৩৫০
প্রতিরক্ষা বাস্তবায়নে জরুরি সভা ৩৫১
মুসলিম বাহিনীর সেনাবিন্যাস ও যুদ্ধযাত্রা ৩৫৩
যোগ্যতার নিরিখে বাছাই-প্রক্রিয়া ৩৫৪
রাতের আঁধারে বিশেষ নিরাপত্তা ৩৫৫
মুনাফিকদের বিদ্রোহ এবং সদলবলে বাহিনীত্যাগ ৩৫৫
এক অন্ধ মুনাফিকের চরম ধৃষ্টতা ৩৫৭
পাহাড়-চূড়ায় নবিজির অভিনব যুদ্ধকৌশল ৩৫৮
শেষ মুহূর্তের অনুপ্রেরণা ৩৬০
আবু সুফিয়ানের কূটনৈতিক চাল ৩৬০
মুসলিম শিবিরে বিভেদের অপচেষ্টা ৩৬১
কুরাইশদের মনোবল বৃদ্ধিতে নারীদের ভূমিকা ৩৬২
দ্বৈরথ যুদ্ধ ৩৬৩
পতাকা-বাহকদের নির্মম মৃত্যু ৩৬৪
আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এক মুসলিম সৈনিক ৩৬৫
ইসলামের বীরসৈনিক হামযার শাহাদাতবরণ ৩৬৭
যুদ্ধক্ষেত্র যখন মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ৩৬৯
ফুলশয্যা থেকে সোজা জিহাদের ময়দানে ৩৬৯
তিরন্দাজ বাহিনীর দুর্দান্ত ভূমিকা ৩৬৯
প্রাণভয়ে পাল্লাচ্ছে মুশরিক সৈন্যদল ৩৭০

তিরন্দাজ বাহিনীর সর্বনাশা ভুল ৩৭১

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি ৩৭২

শত্রু সেনাদের মাঝে নবিজির অসীম সাহসিকতা ৩৭৩

খালিদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী ৩৭৩

নবিজিকে বাঁচাতে সাহাবিদের প্রাণপণ লড়াই ৩৭৬

শত্রুর আঘাতে মারাত্মক আহত নবিজি! ৩৭৭

নবিজির চারপাশে সাহাবিদের সুরক্ষা-বলয় ৩৮০

মুশরিকদের চাপ সৃষ্টি ৩৮২

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদের অসীম বীরত্ব ৩৮২

নবিজির মৃত্যুসংবাদে মুশরিকদের উল্লাস ৩৮৫

মুসলিম বাহিনীর কৌশলগত প্রত্যাবর্তন ৩৮৫

উবাই ইবনু খালফের করুণ মৃত্যু ৩৮৬

নবিজির প্রতি তালহার সীমাহীন ভালোবাসা ৩৮৯

সাদের হাতে এক বরকতময় তির! ৩৮৯

মৃতদেহের সাথে মুশরিকদের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ৩৯০

যুদ্ধ চালিয়ে নিতে মুসলিম বাহিনী সদাপ্রস্তুত ৩৯০

আঘাতকারীর প্রতি নবিজির বদদুআ! ৩৯২

আবু সুফিয়ানের বিদ্রুপ এবং উমারের জবাব ৩৯২

আরেকটি বদর যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ৩৯৪

মুশরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ৩৯৪

আহত ও শহিদদের অনুসন্ধান ৩৯৫

শহিদদের কাফন ও দাফন ৩৯৬

আল্লাহর প্রতি নবিজির বিশেষ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ৩৯৯

মদিনায় প্রত্যাবর্তন : ত্যাগ ও ভালোবাসার বিরল দৃষ্টান্ত ৩৯৯

মদিনায় এলেন নবিজি ৪০১

হতাহতের সংখ্যা ৪০১

মদিনায় যখন এক উদ্বেগজনক অবস্থা ৪০১
হামরাউল আসাদের যুদ্ধ ৪০২
কুরআনের পাতায় উহুদের যুদ্ধ ৪০৭
ঘটনার পেছনের ঘটনা ৪০৯
উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ ৪১০
আবু সালামার অভিযান ৪১১
আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইসের অভিযান ৪১২
হৃদয়বিদারক রাজির ঘটনা ৪১২
বিরে মাউনার রোমহর্ষক ঘটনা ৪১৫
বনু নাজিরের যুদ্ধ ৪১৮
পাথর-চাপা দিয়ে নবিজিকে হত্যার চেষ্টা ৪১৯
নাজদের যুদ্ধ ৪২৪
দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ ৪২৬
দুমাতুল জানদালের যুদ্ধ ৪২৭
খন্দকের যুদ্ধ ৪২৯
বনু কুরাইজার যুদ্ধ ৪৪৭

বনু কুরাইজা যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ ৪৫৫
নবিজির নির্দেশে আবু রাফির হত্যাকাণ্ড ৪৫৫
মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার অভিযান ৪৫৮
বনু লিহইয়ানের যুদ্ধ ৪৬০
নবিজির অবিরাম অভিযান ৪৬১
গামর অভিযান ৪৬১
যুল কিসসা অভিযান ৪৬১
যুল কিসসায় পালটা আক্রমণ ৪৬১
জামুম অভিযান ৪৬২

ঈস অভিযান ৪৬২

তরফ বা তরক অভিযান ৪৬৩

ওয়াদিল কুরা অভিযান ৪৬৩

খাবত অভিযান ৪৬৩

বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ ৪৬৪

ইসলামের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের কার্যকলাপ ৪৬৭

মুনাফিকদের চক্রান্ত—বিশৃঙ্খলা ও অপপ্রচার ৪৭৩

ক. মদিনা থেকে মুহাজিরদের বহিষ্কারের ঘোষণা ৪৭৪

খ. ইফকের ঘটনা ৪৭৮

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ ৪৮৪

দুমাতুল জানদাল অভিযান ৪৮৪

ফাদাক অভিযান ৪৮৪

ওয়াদিল কুরা অভিযান ৪৮৫

উরাইনা অভিযান ৪৮৫

হুদাইবিয়ার সন্ধি ৪৮৮

উমরার প্রস্তুতি ৪৮৮

মক্কার উদ্দেশে যাত্রার ঘোষণা ৪৮৮

যুদ্ধে নয়, আমরা উমরায় এসেছি ৪৮৯

বাইতুল্লাহ যিয়ারতে কুরাইশের বাধা ৪৯০

সংঘাত এড়াতে নবিজির কৌশল ৪৯০

বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার মধ্যস্থতা ৪৯১

নবিজির কাছে কুরাইশের প্রতিনিধিদল ৪৯২

কুরাইশ যুবকদের ব্যর্থ চেষ্টা ৪৯৪

উসমান ইবনু আফফানের মক্কা গমন ৪৯৪

উসমান হত্যার গুজব ও বাইআতে রিজওয়ান ৪৯৫

সন্ধিচুক্তি ও তার ধারাসমূহ ৪৯৬

আবু জানদালের প্রত্যর্পণ ৪৯৭

নবিজির মাথা মুণ্ডন এবং পশু কুরবানি ৪৯৮

মুহাজির নারীরা মক্কায় ফিরে যাবে না! ৪৯৯

সন্ধির শর্তে মুসলিমদের বিজয় ৫০১

নিজের আচরণে অনুতপ্ত উমার ৫০৩

কুরাইশরা যখন মহাবিপাকে ৫০৫

কুরাইশ বীরসেনাদের ইসলামগ্রহণ ৫০৬

দ্বিতীয় পর্যায় : ইসলামে নবধারার সূচনা ৫০৭

রাজাবাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে পত্রপ্রেরণ ৫০৮

হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে পত্রপ্রেরণ ৫০৮

সম্রাট মুকাওকিসের কাছে নবিজির চিঠি ৫১২

পারস্যসম্রাট কিসরার কাছে পত্রপ্রেরণ ৫১৪

রোমসম্রাট কাইসারের প্রতি ৫১৬

নবিজির পত্র মুনজির ইবনু সাবির দরবারে ৫২০

হাওয়া ইবনু আলির সমীপে ৫২১

হারিস ইবনু আবি শিমর গাসসানি বরাবর ৫২২

ওমান-সম্রাটের হাতে নবিজির পত্র ৫২২

হুদাইবিয়ার সন্ধি-পরবর্তী সামরিক তৎপরতা ৫২৮

আল-গাবা বা যু-কারাদের যুদ্ধ ৫২৮

খাইবারের যুদ্ধ ৫৩০

যুদ্ধের কারণ ৫৩০

খাইবারের উদ্দেশে যাত্রা ৫৩১

মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ৫৩২

ইহুদিদের সাথে মুনাফিকদের যোগসাজশ ৫৩৩

খাইবারের পথে ৫৩৩
যাত্রাপথে ঘটে যাওয়া কিছু আলোচিত ঘটনা ৫৩৪
খাইবারে মুসলিম বাহিনীর হঠাৎ আগমন ৫৩৬
সার্বিক পরিস্থিতি এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি ৫৩৭
নায়িম দুর্গ জয় ৫৩৮
সাব ইবনু মুআজ দুর্গ জয় ৫৪০
যুবাইর দুর্গ জয় ৫৪১
উবাই দুর্গ জয় ৫৪১
নিজার দুর্গ জয় ৫৪১
খাইবারের দ্বিতীয় ভাগ মুসলিমদের দখলে ৫৪২
অবশেষে সন্ধিচুক্তি ৫৪৩
চুক্তি ভঙ্গের দায়ে দুজনের মৃত্যুদণ্ড ৫৪৩
গনিমত বণ্টন ৫৪৪
জাফর ইবনু আবি তালিবের প্রত্যাবর্তন ৫৪৬
সাফিয়ার সঙ্গে শুভ পরিণয় ৫৪৭
বিষমিশ্রিত বকরির ঘটনা ৫৪৮
হতাহতের সংখ্যা ৫৪৮
ফাদাক জয় ৫৪৯
ওয়াদিল কুরা জয় ৫৪৯
তাইমা জয় ৫৫০
মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৫৫১
নাজদ অভিযান ৫৫১

সপ্তম হিজরির আরও কিছু সামরিক অভিযান ৫৫৩
জাতুর রিকার যুদ্ধ ৫৫৩
কাদিদ অভিযান ৫৫৬

হাসমা অভিযান ৫৫৭

তুরবা অভিযান ৫৫৭

ফাদাক অভিযান ৫৫৭

মিফাআ অভিযান ৫৫৭

খাইবার অভিযান ৫৫৮

জাবার অভিযান ৫৫৮

গাবা অভিযান ৫৫৮

উমরাতুল কাজা ৫৫৯

উমরাতুল কাজার পরবর্তী অভিযানসমূহ ৫৬২

বনু সুলাইম অভিযান ৫৬২

ফাদাক অভিযান ৫৬২

যাতু আতলা অভিযান ৫৬২

যাতু ইরক অভিযান ৫৬২

মুতার যুদ্ধ ৫৬৩

যুদ্ধের কারণ ৫৬৩

সেনাপতিদের উদ্দেশে নবিজির উপদেশ ৫৬৩

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা ৫৬৪

মুসলিম শিবিরে উৎকণ্ঠা ৫৬৫

জরুরি বৈঠক ও সমাবেশ ৫৬৫

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা ৫৬৬

যুদ্ধের সূচনা এবং সেনাপতিদের শাহাদাত ৫৬৬

পতাকা বহনের দায়িত্ব হস্তান্তর ৫৬৮

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অভিনব যুদ্ধকৌশল ৫৬৮

হতাহতের সংখ্যা ৫৬৯

যুদ্ধের প্রভাব ৫৬৯

যাতুস সালাসিল অভিযান ৫৭০

খাযরা অভিযান ৫৭২

মক্কাবিজয় ৫৭৩

মক্কা অভিযানের কারণ ৫৭৩

চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা ৫৭৫

গোপনে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি ৫৭৮

মক্কা-অভিমুখে মুসলিম বাহিনী ৫৮০

মাররুজ জাহরানে মুসলিম সেনাদের আগমন ৫৮২

ইসলামের ছায়াতলে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ৫৮২

মক্কার উপকণ্ঠে মুসলিম সেনাদল ৫৮৪

কুরাইশের মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী ৫৮৫

যু-তুয়ার বুকে বীরসেনাদের আগমন ৫৮৬

কাফির-মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ৫৮৭

সত্যের জয়গান মিথ্যার অবসান ৫৮৮

জাতির উদ্দেশে নবিজির ভাষণ ৫৮৯

আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই! ৫৯০

মুশরিকের হাতে কাবাঘরের চাবি ৫৯০

কাবার ছাদে বিলালের সুমধুর আজান ৫৯১

আশ্রয় খুঁজে পেল পলাতক আসামি ৫৯১

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ৯ আসামি ৫৯১

ক্ষমার উজ্জ্বল নিদর্শন, অবশেষে ইসলামগ্রহণ ৫৯৩

নবিজি কি আর মদিনায় ফিরে যাবেন না? ৫৯৫

দলে দলে ইসলামগ্রহণ ৫৯৫

নবিজির মক্কায় অবস্থান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ৫৯৬

মূর্তি অপসারণের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ ৫৯৬

তৃতীয় পর্যায় : দিকে দিকে ইসলামের বিজয় ৬০০
হুনাইনের যুদ্ধ ৬০০
শত্রুদের অভিযাত্রা ৬০১
অভিজ্ঞ যোদ্ধার সুপরামর্শ ৬০১
গুপ্তচরদের বেহাল দশা! ৬০২
শত্রুশিবিরে মুসলিম গোয়েন্দা ৬০২
মক্কা থেকে হুনাইনের পথে যাত্রা ৬০২
মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলা ৬০৩
ঘুরে দাঁড়াল মুসলিম বাহিনী ৬০৪
মুসলিমদের সেনাদের অকল্পনীয় বিজয় ৬০৫
শত্রুবাহিনীর সবাই লেজ গুটিয়ে পালাল ৬০৬
বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলিমদের দখলে ৬০৬
তায়েফ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ৬০৬
গনিমত বণ্টনে নবিজির দূরদর্শিতা ৬০৯
আনসারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ৬১০
কোনটা চাও? পরিবার নাকি ধনসম্পদ? ৬১২
৮ বছর আগের ও পরের দুনিয়া ৬১৩

মক্কাবিজয়ের পরবর্তী অভিযান ৬১৫
যাকাত আদায়ে নিয়োজিত যারা ৬১৫
সামরিক অভিযান ৬১৬
বনু তামিম অভিযান ৬১৬
খাসআম অভিযান ৬১৭
বনু কিলাব অভিযান ৬১৮
জেদ্দার উপকূলীয় অঞ্চল অভিযান ৬১৮
তাঈ অভিযান ৬১৮

তাবুক যুদ্ধ ৬২১

যুদ্ধের কারণ ৬২১

মুসলিমদের মনে ভয় ও উৎকণ্ঠা! ৬২২

রোমান সেনাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ৬২৩

প্রতিকূল পরিবেশ নাজুক পরিস্থিতি ৬২৩

দ্বীন রক্ষার্থে নবিজির সুদূরপ্রসারী চিন্তা ৬২৪

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা ৬২৪

মুসলিমদের প্রাণপণ যুদ্ধপ্রস্তুতি ৬২৪

তাবুকের পথে মুসলিম বাহিনী ৬২৬

তাবুকে মুসলিম সেনাদের অবতরণ ৬২৮

বিজয়ীর বেশে মদিনার বুকে ৬২৯

তাবুক যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেননি ৬৩০

আরববিশ্বে মুসলিমদের নবজাগরণ ৬৩৩

কুরআনের পাতায় তাবুকের বিবরণ ৬৩৩

আলোচিত কিছু ঘটনা ৬৩৪

আবু বকরের নেতৃত্বে হজ পালন ৬৩৪

যুদ্ধ-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৬৩৫

দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ৬৩৮

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন ৬৩৯

আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৩৯

দাউস গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪০

ফারওয়া ইবনু আমর আল-জুযামির দূত ৬৪০

সুদা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪১

কাব ইবনু যুহাইর ইবনি আবি সালামার আগমন ৬৪১

আযরা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪৩

বালা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪৩

সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪৪

ইয়েমেনের রাজা-বাদশাহদের চিঠি ৬৪৬

হামাদানের প্রতিনিধিদল ৬৪৬

বনু ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪৭

নাজরানের প্রতিনিধিদল ৬৪৭

বনু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৪৯

তুজিব গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৫২

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৬৫৩

দাওয়াতি কাজে কল্পনাতীত সাফল্য ৬৫৫

বিদায় হজ ৬৫৮

নবিজির পাঠানো সর্বশেষ সামরিক বাহিনী ৬৬৫

প্রিয়তমের সান্নিধ্যে ৬৬৭

নবিজির শেষ দিনগুলি ৬৬৭

চিরবিদায়ের কিছু আলামত ৬৬৮

জীবনের শেষ সপ্তাহটি ৬৬৮

বিদায়বেলার ৫ দিন আগে ৬৬৮

চিরনিদ্রার ৪ দিন আগে ৬৭০

মৃত্যুর দুয়েক দিন আগে ৬৭২

চিরপ্রস্থানের ঠিক আগের দিন ৬৭২

নবিজির জীবনের শেষ দিনটি ৬৭৪

বিদায়বেলার অন্তিম মুহূর্ত ৬৭৫

সীমাহীন শোকে মুহ্যমান পৃথিবী ৬৭৭

উমারের বক্তব্য—নবিজি মারা যাননি ৬৭৭

আবু বকরের আগমন, ভুলভ্রান্তির অবসান ৬৭৭

কাফন-দাফন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ৬৭৯

প্রিয় নবিজির পরিবার-পরিজন ৬৮১

শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক গুণাবলি ৬৯১

নবিজির শারীরিক বিবরণ ৬৯১

নবিজির চারিত্রিক মাধুর্য ৬৯৬

লেখক পরিচিতি ৭০৪

* * *

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন গোত্র

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য এই দুনিয়ার বুকে তার আগমন ঘটেছে। নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে তিনি পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন। মূর্তিপূজায় লিপ্ত এক মূর্খ জাতিকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসারে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি সাহাবির জীবন। রিসালাতের যে সুমহান বাণী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চারপাশের মানুষদের কাছে প্রচার করেছিলেন, তা আমাদের সামনে হাজির হয়েছে সিরাতুন-নবি (নবিজির জীবনী) আকারে।

সিরাতুন-নবির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে হলে তৎকালীন আরবের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেসবের পরিবর্তনে নবিজির অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। এ কারণে আমরা শুরুতেই ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাপনের নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তুলে ধরব নবিজির আগমনকালে আরবের সার্বিক পরিস্থিতি।

আরব ভূখণ্ডের আয়তন ও অবস্থান

আরব—সে তো এক বিশাল মরুভূমি! যত দূর চোখ যায় কেবল বালু আর বালু! দিগন্তবিস্তৃত সেই মরুর বুকে শত শত মাইল বিচরণ করেও দেখা মেলে না এক ফোঁটা সুমিষ্ট জল। নেই কোনো গাছপালা, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, সবুজ অরণ্য কিংবা ছায়া সুনিবিড় গ্রাম। আরব মানেই যেন ভিন্ন এক দৃশ্যপট। তবে প্রাচীনকাল থেকেই ‘আরব’ বলতে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানকার স্থানীয়দের বোঝানো হয়।

আরব দেশের পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর আর সিনাই উপদ্বীপ। পূর্ব দিকে দেখা মেলে আরব উপসাগর এবং দক্ষিণ ইরাকের কিছু অংশ। ওদিকে আরবের দক্ষিণ দিকটা পরম মমতায় আগলে রেখেছে আরব সাগর—যার বিস্তৃতি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। বাকি রইল উত্তর দিক। এখানে রয়েছে বৃহত্তর সিরিয়া এবং ইরাকের সামান্য অংশ। কিছু অমীমাংসিত সীমানাও দেখা যায় এখানে-ওখানে। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে আরবের মূল ভূখণ্ড। এর আয়তন প্রায় ১০ থেকে ১৩ লাখ বর্গমাইল।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরব অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিবেচনা করলে, পুরো এলাকাটি চারদিক থেকে নির্জন মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে তৎকালীন আরব ছিল প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত একটি অঞ্চল। বহিরাগত সব ধরনের আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবজাতিকে সব রকম স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের প্রতিবেশী তখন মহাক্ষমতাশালী দুই বিশাল সাম্রাজ্য! প্রাকৃতিক এই সুরক্ষাবলয় না থাকলে বহু আগেই শত্রুদের আক্রমণে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত আরবজাতির নাম।

বহির্বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধ মহাদেশগুলোর ঠিক মধ্যভাগে আরবের অবস্থান। কী জল, কী স্থল—উভয় পথে যোগাযোগব্যবস্থার এক চমৎকার মোহনা এই আরব ভূমি! আর এটা কেনই বা হবে না? আরবের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশদ্বার। ওদিকে আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ইউরোপে যাওয়ার এক সহজ সমাধান। আর পূর্ব দিকটা ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এ কারণে সুদূর হিন্দুস্তান ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাও তুলনামূলক সহজ। তাছাড়া জলপথে আরবের সাথে সকল মহাদেশের রয়েছে দারুণ এক যোগাযোগব্যবস্থা। তাই সেসব অঞ্চলের জাহাজ অনায়াসে আরব সমুদ্রবন্দরে নোঙর করতে পারে! এমন অফুরন্ত ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধার ফলেই আরবের উত্তর ও দক্ষিণ দিকটা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলনমেলায় পরিণত হয়। আর তাই বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিল্পশাস্ত্রীয় সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই আরব ভূখণ্ড।

আরবের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের মতে, বংশপরিক্রমা অনুসারে সমগ্র আরবজাতি প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. আল-আরাবুল বাইদা, প্রাচীন আরবজাতি। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে তাদের ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন : আদ, সামুদ, তাসাম, জাদিস, ইমলাক ইত্যাদি।

২. আল-আরাবুল আরিবা, ইয়ারাব ইবনু ইয়াশজাব ইবনি কাহতানের উত্তরসূরি। এদের

কাহতানি আরব নামেও ডাকা হয়।

৩. আল-আরাবুল মুস্তারিবা, ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের বলা হয় আদনানি আরব।

আল-আরাবুল আরিবা বা কাহতানের উত্তরসূরিরা প্রথমে ইয়েমেনে আবাস গড়ে তোলে। এরপর কালের পরিক্রমায় তারা বিভক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন গোত্রে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে ২টি গোত্র—

১. হিমিয়ার, হিমিয়ারিরাও একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—যাইদুল জামহুর, কুজাআ ও সাকাসিক।

২. কাহলান, কাহলানিদের প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীগুলো হলো—হামদান, আনমার, তাঈ, মাজহিজ, কিনদা, লাখম, জুজাম, আযদ, আউস, খাযরাজ এবং জাফনার উত্তরসূরি বা শামের রাজন্যবর্গ। পরে এরা গাসসানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

কাহলান গোষ্ঠীর লোকেরা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে জাযিরাতুল আরবে আসে। ক্রমশ তারা ছড়িয়ে পড়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে। কুরআনে উল্লেখিত[১] 'সাইলুল আরিম' অর্থাৎ প্রবল বন্যা সংগঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ইয়েমেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ধস নামে। কাহলানিদের অধিকাংশ হিজরতের ঘটনা ঠিক তখনই ঘটে। উল্লেখ্য, সে সময় রোমকরা প্রথমে মিশর ও সিরিয়ায় আগ্রাসন চালায় এবং পরবর্তীকালে কুনজর দেয় ইয়েমেনের দিকে। এরপর তাদের জল-স্থলের সকল বাণিজ্যিক রুট দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এমনও হতে পারে, কাহলান ও হিমিয়ার গোত্রদ্বয়ের বিরোধের কারণে কাহলানিরা দেশ ছেড়েছিল। কেননা কাহলানিরা ইয়েমেন ত্যাগের পরও হিমিয়ার গোত্রের লোকেরা সেখানে ছিল। হিমিয়ারিদের সেখানে টিকে থাকা এমন ইঙ্গিতই বহন করে।

কাহলান গোত্রের মুহাজিরদের আবার ৪টি দলে ভাগ করা যায়—

১. আযদ, আযদিরা তাদের গোত্রপতি ও গুরুজন ইমরান ইবনু আমর মুযাইকিয়ার সিদ্ধান্তে হিজরত করে। প্রথমে তারা ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং বসবাসের উপযোগী ভূমির সন্ধানে দিগ্‌বিদিক দূত পাঠায়। এরপর দূত মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হয় উত্তর দিকে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেফিরে অবশেষে যে-সকল এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করে, তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

আযদ গোত্রের সালাবা ইবনু আমর প্রথমে হিজায সফর করেন। সেখানে তিনি অবস্থান

---

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৫-১৯

নেন সালাবিয়া ও জি-কারের মাঝামাঝি স্থানে। পরবর্তী সময়ে তার বংশ বৃদ্ধি পেলে তিনি মদিনায় চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সালাবার উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরি হারিসা ইবনু সালাবার দুই সন্তান—আউস ও খাযরাজ।

তাদের আরেক দল হারিসা ইবনু আমর বা খুযাআ সদলবলে হিজাযের বিভিন্ন প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ শেষে মাররুজ জাহরান[1] নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এরপর তার লোকেরা হারাম এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং মক্কার আদিবাসী জুরহুম সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে সেখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে।

ইমরান ইবনু আমর চলে যায় ওমানে। সে তার সন্তানসন্ততি নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। তাদেরকে বলা হয় আযদু ওমান। নাসর ইবনু আযদের অনুসারী গোষ্ঠীগুলো তিহামায় অবস্থান নেয়। তাদেরকে বলা হয় আযদু শানুয়া।

জাফনা ইবনু আমর গমন করে সিরিয়ায়। সেও তার পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। সে গাসসানি রাজবংশের প্রথম পুরুষ। সিরিয়া গমনের প্রাক্কালে হিজাযে তারা গাসসান নামক একটি জলাশয়ের পাশে অবস্থান করে। এরপর তাদের নাম হয়ে যায় গাসসানি।

২. লাখম ও জুযাম, লাখমিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নাসর ইবনু রবিআ। সে ছিল হিরায় রাজত্বকারী মুনজির রাজবংশের প্রথম পুরুষ।

৩. বনু তাঈ, আযদ গোত্র চলে যাওয়ায় তাঈবাসী উত্তরাঞ্চলে সফর শুরু করে। সেখানে তারা অবতরণ করে আজা ও সালমা নামক দুটি পাহাড়ে। তাদের অবস্থানের কারণে পাহাড়দুটি একপর্যায়ে তাঈ পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪. কিনদা, কিনদাবাসী বাহরাইনে অবতরণ করে। সেখানকার পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাদেরকে যেতে হয় হাজারামাউতে। কিন্তু সেখানেও তারা একই বিপদের সম্মুখীন হয়। তারপর তারা চলে যায় নাজদে। সেখানে গড়ে তোলে প্রভাবশালী এক সাম্রাজ্য। কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই পতন ঘটে সেই সাম্রাজ্যের। বিলীন হয়ে যায় কালের গহ্বরে।

কুজাআ নামে হিমিয়ার গোত্রের একটি শাখা ছিল, এমন শোনা যায়। তথ্যটি একেবারে নিরেট নয়। এই কুজাআবাসী ইয়েমেন থেকে হিজরত করে ইরাকের উচ্চভূমি বাদিয়াতু সামাওয়াতে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও হিমিয়ারের আরও কিছু শাখা চলে যায় সিরিয়া ও হিজায থেকে উত্তর-দক্ষিণ দিকে।[2]

---

[1] বর্তমান নাম ওয়াদিয়ে ফাতিমা। মক্কার উত্তরে অবস্থিত একটি উপত্যকা। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গ্রাম।

[2] এ সকল গোত্র ও তাদের হিজরত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—*মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১-১৩; *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০-২৩৫। ঐতিহাসিক

আল-আরাবুল মুস্তারিবা

আল-আরাবুল মুস্তারিবা সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইরাকি। কুফার অদূরে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ‘উর’ নামক এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবার, শহর এবং সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।[১]

আমরা জানি, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে হাররানে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে চলে যান ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিন ছিল তার দাওয়াতি কার্যক্রমের মূলকেন্দ্র। এরপর সফর করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।[২] সফরের ধারাবাহিকতায় একবার পৌঁছেন মিশরে। মিশরের শাসক ফিরাউন[৩] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাকে বন্দি করে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের হাত অকেজো করে সারাকে রক্ষা করেন। এতে ফিরাউন তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে এবং এও বুঝতে পারে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার খুবই কাছের একজন বান্দা। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফিরাউন তাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হাতে উপহার হিসেবে হাজেরাকে তুলে দেয়।[৪] সারা নিজ

উৎসগ্রন্থগুলোতে এ সকল হিজরতের সময় ও কারণ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর আমাদের কাছে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

[১] *তাফহিমুল কুরআন*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫৩-৫৫৬

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩]প্রাচীন মিশরীয় শাসককে ‘ফিরাউন’ বলা হতো। এটি ছিল একটি উপাধি। যেমন পারস্যসম্রাটকে কিসরা এবং রোমসম্রাটকে কাইসার বলা হতো। তাই ফিরাউন নির্দিষ্ট কারও নাম নয়। ঠিক কবে থেকে মিশরের শাসকগণ এ উপাধি গ্রহণ করেছে, এর সঠিক কোনো তথ্য নেই। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার সময়ে ব্যাপ্তি ৪ হাজার ৮০০ বছর। আর ঐতিহাসিকদের মতে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম ‘তুতিস’। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম ‘নাহরাউয়িশ’। ‘দ্বিতীয় রামাসিস’ হলো মুসা আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউন। তাই এ কথা বলা যায়, আজ থেকে থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার বছর পূর্বেও মিশরের বাদশাহকে ফিরাউন বলা হতো। আল্লাহই ভালো জানেন। [*কানযুদ্দুরার ওয়া জামিউল গুরার*, আবু বকর দাওয়ারদি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৯৭; ইসাল বাবি আল-হালবি]

[৪] কথিত আছে, হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন দাসী। কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি দাবি করেছেন, ‘হাজেরা ছিলেন স্বাধীন নারী এবং ফিরাউনের কন্যা।’ বদরুদ্দিন আইনি বলেন, মুকাতিল বলেছেন, ‘হাজেরা হুদ আলাইহিস সালামের বংশধর।’ আর যাহহাক বলেছেন, ‘হাজেরা ফিরাউনের কন্যা।’ তবে সারা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যে ফিরাউন আটক করেছিল, হাজেরা তার মেয়ে নয়। এই ফিরাউন হাজেরার বাবাকে হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করে এবং হাজেরাকে দাসী বানায়। আল্লাহ তাআলা সারার মতো তাকেও হিফাজত করেন। মূলত হাজেরার বেলায়ও সারার মতো ঘটনা ঘটেছিল। কোনো এক অদৃশ্য

উদ্যোগে ইবরাহিমের সঙ্গে হাজেরার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।[১]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে ফিরে এলে হাজেরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। এতে সারা খানিকটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে হাজেরাকে শিশুপুত্র ইসমাইল-সহ দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেন তিনি।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের নিয়ে হিজাযে চলে যান। সেখানে (বর্তমান বাইতুল্লাহর পাশে) এক বিরান উপত্যকায় তারা অবস্থান করেন। বাইতুল্লাহ তখন ছিল ছোট্ট একটি বালুর টিলা! পাহাড়ি ঢল এই টিলার পাশ ঘেঁষে চারদিকে প্রবাহিত হতো। বর্তমান মাসজিদুল হারামের পাশে, উঁচু স্থানে—যেখানে যমযম কূপ, সেখানেই তাদের জিনিসপত্র রাখা হয়।

মক্কা তখনো বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। চারদিকে কেবল ধু-ধু মরুভূমি। এমন জনমানবশূন্য ও শুষ্ক বালিয়াড়িতে মা-ছেলের খোরাক হিসেবে দেওয়া হয় কেবল এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি! জীবন ধারণের এই সামান্য সম্বলটুকু হাজেরার হাতে দিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফের ফিলিস্তিনের পথ ধরেন। এদিকে কয়েকদিন যেতে না-যেতেই ফুরিয়ে যায় খাদ্যপানীয়! কিন্তু সবই তো ঘটছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়! তাঁর অনুগ্রহে মরুভূমির বুকে উৎসারিত হয় রহমতের জলধারা—যমযম কূপ! এই কূপ দীর্ঘ সময় ধরে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এবং জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত ঘটনা তো আমাদের সকলেরই জানা।[৩]

মা-ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল বেশ। এরই মধ্যে একদিন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়

শক্তি তাকে সবসময় হিফাজত করত। তাদের দুজনার মাঝে এমন মিল দেখে ফিরাউন উপঢৌকন হিসেবে হাজেরাকে সারার হাতে তুলে দেয়। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৬৯]

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪; আরও বিস্তারিত দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৫৮, ৩৩৬৪

[২] শিশুপুত্র ইসমাইল ও হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন কেবল সারার বাধ্যবাধকতার জন্যই হয়েছিল, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের মক্কায় রেখে আসেন। তবে হাজেরা ও তার সন্তানকে সারা সহ্য করতে পারছিলেন না, এ বিষয়টি ইমাম বুখারির বর্ণনায় স্পষ্ট বোঝা যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, ‘যখন কিছু খেজুর ও পানি দিয়ে ইবরাহিম ফিরে যাচ্ছিলেন, ইসমাইলের মা হাজেরা তার পিছু অনুসরণ করেন। জিজ্ঞাসা করেন ‘আমাদের নির্জন প্রান্তরে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’ বারবার জিজ্ঞাসা করার পরেও কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এখানে রেখে যাওয়ার হুকুম কি আল্লাহ দিয়েছেন?’ ইবরাহিম বলেন, ‘হ্যাঁ।’ তখন হাজেরা ফিরে আসেন এবং বলেন, ‘তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।’ [*সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

ইয়েমেনের দ্বিতীয় জুরহুম[১] গোত্রের কিছু ব্যক্তি। হাজেরার অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে। বলা হয়, এর আগে তারা মক্কার আশেপাশে বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থান করছিল। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তার যৌবনে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী কোনো একসময়ে মক্কায় আসেন; যদিও এর আগে এই উপত্যকা দিয়ে তাদের যাওয়া-আসা ছিল।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মাঝে মাঝে তাদের দেখতে আসতেন। কিন্তু তার এই সাক্ষাৎ-সফরের পরিমাণ নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কমপক্ষে ৪ বারের কথা জানা যায়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে স্বপ্নযোগে ইসমাইলকে জবাই করার আদেশ দেন। আর আদেশ পাওয়ামাত্রই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তা পালনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি কুরআনুল কারিমে এসেছে এভাবে—

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

তারা উভয়ে যখন (স্বপ্নাদেশের প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীলদের। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।' পরে আমি তাকে মুক্ত করি এক মহান পশুর (কুরবানির) বিনিময়ে।[৩]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর প্রথম পুস্তক *The book of Genesis*-এ বলা হয়েছে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামের

---

[১] বদরুদ্দিন আইনি বলেন, 'জুরহুম নামে দুটি গোত্র ছিল। প্রথম জুরহুম ছিল আদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারাই মূলত আরবের প্রাচীন অধিবাসী। দ্বিতীয় জুরহুম গোত্র শুরু হয়েছে জুরহুম ইবনু কাহতান থেকে। ইয়ারাব ইবনু কাহতান তার ভাই। জুরহুম ইবনু কাহতান হিজাযে এসে মক্কায় বসতি স্থাপন করে এবং এখানেই তার বংশবিস্তার হয়; আর ইয়ারাব থেকে যায় ইয়েমেনে।' ইসমাইল আলাইহিস সালাম এই দ্বিতীয় জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শেখেন। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২১১]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

[৩] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০৩-১০৭

চেয়ে বয়সে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। উল্লেখিত ঘটনার পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়, ঘটনাটি ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বেই ঘটেছে। কারণ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ এসেছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণের পরে।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, পুত্র ইসমাইল যৌবনে পদার্পণের পূর্বে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কমপক্ষে ১ বার মক্কা সফর করেছেন। বাকি ৩ বার সফরের বিবরণ এসেছে *সহিহুল বুখারিতে*।[১] ইমাম বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের সূত্রে নবিজি থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, যার সারাংশ—

‘জুরহুম গোত্রের সাথে ইসমাইল আলাইহিস সালামের ওঠাবসা ছিল। সেই সুবাদে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তিনি তাদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখে নেন্নন। তার এই প্রতিভা দেখে তারা ভীষণ মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। এমনকি তাদের এক কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়েও দেয়। বিয়ের পর তার মমতাময়ী মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ওদিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী-সন্তানের খোঁজ নিতে মক্কার পথ ধরেন। তার এই সফর ছিল ইসমাইলের বিয়ে-পরবর্তী সময়ে। বাড়িতে এসে তিনি পুত্র ইসমাইলকে না পেয়ে পুত্রবধূর কাছে তার সন্ধান করেন এবং তাদের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। জবাবে পুত্রবধূ নানারকম অভিযোগ করেন, অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, ‘তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দেবে আর বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।’ ইসমাইল আলাইহিস সালাম ঘরে ফেরার পর কিছু একটা অনুভব করলেন। তাই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেউ কি এসেছিল?’ স্ত্রী জানাল, ‘হ্যাঁ, এরকম-এরকম দেখতে একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিল। আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলাম বাইরে গিয়েছেন।’ এতে তিনি তার বাবাকে চিনতে পারেন এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন তার কথার মর্ম। বাবার অসিয়ত অনুযায়ী তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য এক রমণীকে বিয়ে করেন। তিনি মুদাদ ইবনু আমরের কন্যা। আর মুদাদ ছিলেন জুরহুম গোত্রের সর্দার ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।’[২]

ইসমাইলের দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আরও একবার ফিলিস্তিন থেকে মক্কায় আসেন। এবারও তিনি পুত্রকে না পেয়ে তার স্ত্রীর কাছে খবরাখবর জানতে চান। জবাবে ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্ত্রী আল্লাহর প্রশংসা করেন, তাঁর শোকর আদায় করেন। এবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দরজার চৌকাঠ বহাল রাখতে বলে যান।

এরপর তৃতীয়বার যখন মক্কায় আসেন, তখন পুত্র ইসমাইলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

[২] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০

যমযম কূপের অদূরে একটি বড় গাছের নিচে বসে তিনি তিরে শান দিচ্ছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি এগিয়ে যান! পিতা-পুত্রের সম্পর্কে যে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা, মমতা ও নির্ভরতা—পৃথিবীর আবহমান সে দৃশ্যের অবতারণা ঘটে! সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এটাই ছিল পিতা-পুত্রের প্রথম দেখা! একজন আদর্শ-স্নেহশীল পিতা এবং তার সৎ-বুদ্ধিমান পুত্র এই সুদীর্ঘ সময় যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন, তা সাধারণত দেখা যায় না! এইবার পিতা-পুত্র মিলে কাবাঘরের নির্মাণ-কাজ শুরু করেন এবং আল্লাহর আদেশে মানবজাতির উদ্দেশে হজের ঘোষণা দেন।

মুদাদ-কন্যার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের ১২ জন পুত্রসন্তান[১] জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন—নাবিত বা নাবায়ুত, কাইদার, আদবাইল, মিবশাম, মিশমা, দুমা, মিশা, হাদাদ, তিমা, ইয়াতুর, নাফিস, কাইদুমান।

এই ১২ জন পুত্র থেকে সূচনা হয় ১২টি গোত্রের। প্রথমদিকে তারা সকলে মক্কায় বসবাস করত। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসার কাজে ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রায়ই তাদেরকে সফর করতে হতো। পরবর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং দুর্ভাগ্যবশত বিলীন হয়ে যায় কালের অতল গহ্বরে। বাকি থাকে কেবল দুটি গোত্র—**এক.** নাবিত। **দুই.** কাইদার।

হিজাযের উত্তর প্রান্তে নাবিতের উত্তরসূরি আনবাত-সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তারা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আশেপাশের রাজ্যগুলো তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। দক্ষিণ জর্ডানে অবস্থিত প্রাচীন নিদর্শনে ভরপুর পেত্রা ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী। সে সময় তাদের অবাধ্য হওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই রোমকরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তাদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে সব শেষ করে দেয়! সাইয়িদ সুলাইমান নদভি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, গাসসানি রাজাবাদশাহ এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারি সাহাবিরা কাহতান-বংশের কেউ নন; বরং তারা ইসমাইলের পুত্র নাবিতের বংশধর। সেসব অঞ্চলে এরাই তাদের উত্তরসূরি।[২]

ওদিকে কাইদার ইবনু ইসমাইলের সন্তানসন্ততি মক্কাতেই বসবাস করতে থাকে। সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আদনান ও তার পুত্র মাআদ এই বংশেরই সন্তান। এরপর থেকে আদনানের উত্তরসূরি তথা আদনানি আরবেরা নিজেদের বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করে। এই আদনান ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঊর্ধ্বতন

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] দেখুন, *তারিখু আরদিল কুরআন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৮-৮৬

একবিংশ পুরুষ। বর্ণিত আছে, নবিজি কখনো বংশধারা বর্ণনা করতে গেলে আদনান পর্যন্ত এসে থেমে যেতেন এবং বলতেন, 'বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।'[১] অনেক আলিমের মতে, নবিজির বংশপরম্পরা বর্ণনার ক্ষেত্রে আদনান-পরবর্তী স্তরে যাওয়াও বৈধ। উল্লেখিত হাদিসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করে তারা বলেন, 'সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও আদনানের মাঝে মোট ৪০টি প্রজন্ম গত হয়েছে।'[২]

মাআদের পুত্র নাযার থেকে তার বংশের বিস্তার ঘটে। বলা হয়ে থাকে, নাযার ছাড়া মাআদের আর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। নাযারের ৪ ছেলে। তাদের পরম্পরায় ৪টি বিশাল বিশাল গোত্রের বিস্তার ঘটে। গোত্রগুলোর নাম—ইআদ, আনমার, রবিআ ও মুদার। শেষোক্ত দুটি গোত্র থেকে আরও অনেক শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন : রবিআ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল আসাদ ইবনু রবিআ, আনাযা, আব্দুল কাইস; বনু ওয়াইলের শাখা বনু বকর ও বনু তাগলিব; তাদের থেকে আবার বনু হানিফা ইত্যাদি।

মুদারের উত্তরসূরি সকল গোত্র প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হলো, কাইস আইলান ইবনু মুদার; আর অপরটি ইলিয়াস ইবনু মুদার। কাইস আইলান থেকে এসেছে—বনু সালিম, বনু হাওয়াযিন, বনু গাতফান। আবার বনু গাতফান থেকে এসেছে—আবস, জুবিয়ান, আশজা ও গনি ইবনু আসার।

আর ইলিয়াস ইবনু মুদারের অন্তর্গত ছিল তামিম ইবনু মুররা, হুজাইল ইবনু মুদরিকা, আসাদ ইবনু খুযাইমার বংশধর এবং কিনানা ইবনু খুযাইমার উত্তরসূরিরা। কুরাইশ ছিল এই কিনানা গোত্রেরই একটি শাখা। তারা ফিহর ইবনু মালিকের বংশধর। আর মালিক ছিল নজরের পুত্র এবং কিনানার দৌহিত্র।

কুরাইশ গোত্রও বটবৃক্ষের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ডালপালা। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—জামাহ, সাহম, আদি, মাখযুম, তাইম, যাহরা ও কুসাই ইবনু কিলাবের কয়েকটি উপগোত্র। সেগুলো হচ্ছে—আব্দুদ দার ইবনু কুসাই, আসাদ ইবনু আব্দিল উযযা ইবনি কুসাই এবং আব্দু মানাফ ইবনু কুসাই।

আব্দু মানাফের ছিল ৪ ছেলে। আব্দুশ শামস, নাওফিল, মুত্তালিব ও হাশিম। আর এই হাশিমের বংশকেই আল্লাহ তাআলা নবিজির বংশ হিসেবে নির্বাচন করেন। হাশিমের উত্তরসূরি হয়ে দুনিয়ায় আসেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব ইবনি হাশিম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৩]

---

[১] দেখুন, *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯১-১৯৪; *আল-আলাম*, যিরিকলি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭-৮, ১৪-১৭

[৩] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

চাকচিক্য ও চাতুর্যময় জীবন যেন তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এজন্য তাদের মাঝে সত্যতা ও সততার চর্চা দেখা যেত। ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিত না কেউ।

সর্বোপরি দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বের তুলনায় জাযিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আরবদের মাঝে বিদ্যমান উত্তম গুণাবলির কারণেই সর্বজনীন পয়গামের জিম্মাদারি-পালন এবং মানবজাতি ও মানবসমাজের নেতৃত্ব দানের জন্য তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ যদিও তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য খারাপ ছিল, তবে সামগ্রিকভাবে তারা ছিল উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের সমস্যাটুকু দূর করা গেলে মানবসমাজের জন্য তা ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে পারত, ঠিক সেই কাজটিই সম্পন্ন করেছে ইসলাম।

প্রতিশ্রুতি পূরণের পর সম্ভবত তাদের চারিত্রিক গুণাবলির মাঝে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল—আত্মমর্যাদাবোধ ও সিদ্ধান্তের ওপর অবিচলতা। তা না হলে হয়তো অনিষ্ট ও অকল্যাণ দূর করে ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে, এমন সক্ষমতা ও দৃঢ়তার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখিত গুণগুলো ছাড়া আরও অনেক গুণে তারা গুণান্বিত। তবে এখানে সবগুলো উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

* * *

নবিজির বংশধারা ও পরিবার

বংশধারা

নবিজির বংশধারা ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নবিজি থেকে আদনান পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, এর ওপর ইতিহাসবিদ ও বংশধারা-বিশেষজ্ঞদের সহমত লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে আদনান থেকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, এর কিছু অংশ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কারও মতে, এ অংশ বর্ণনা করা যাবে; আবার কারও মতে, বর্ণনা না করাই ভালো। আর তৃতীয় ভাগে আছে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত। এটা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। বংশধারা নিয়ে পূর্বে সামান্য কিছু আলোচনা হয়েছে। এবার এই তিন স্তরের বিস্তারিত দেখা যাক।

[প্রথমাংশ] মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব[১] ইবনি হাশিম[২] ইবনি আব্দি মানাফ[৩] ইবনি কুসাই[৪] ইবনি কিলাব ইবনি মুররা ইবনি কাব ইবনি লুয়াই ইবনি গালিব ইবনি ফিহর[৫] ইবনি মালিক ইবনি নজর ইবনি কিনানা ইবনি খুযাইমা ইবনি

---

[১] প্রকৃত নাম শাইবা।

[২] প্রকৃত নাম আমর।

[৩] প্রকৃত নাম মুগিরা।

[৪] প্রকৃত নাম যাইদ।

[৫] তার উপাধি ছিল কুরাইশ এবং তার দিকেই পুরো গোত্রকে সম্পৃক্ত করা হয়।

মুদরিকা[১] ইবনি ইলিয়াস ইবনি মুদার ইবনি নিযার ইবনি মাআদ ইবনি আদনান।[২]

[দ্বিতীয়াংশ] আদনানের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ। আদনান ইবনু উদাদ ইবনি হামাইসা ইবনি সালামান ইবনি আউস ইবনি বুয ইবনি কামওয়াল ইবনি উবাই ইবনি আওয়াম ইবনি নাশিদ ইবনি হাযা ইবনি বালদাস ইবনি ইয়াদলাফ[৩] ইবনি তাবিখ ইবনি জাহিম ইবনি নাহিশ ইবনি মাখি ইবনি আইদ[৪] ইবনি আবকার ইবনি উবাইদ ইবনিদ দাআ ইবনি হামদান ইবনি সানবার ইবনি ইয়াসরিবি ইবনি ইয়াহযান[৫] ইবনি ইয়ালহান ইবনি আরআবি ইবনি আইদ[৬] ইবনি দাইশান ইবনি আইসার ইবনি আফনাদ ইবনি আইহাম[৭] ইবনি মিকসার[৮] ইবনি নাহিস ইবনি যারিহ ইবনি সুম্মিইয়ি ইবনি মাযা ইবনি আওদা[৯] ইবনি ইরাম ইবনি কাইদার[১০] ইবনি ইসমাইল ইবনি ইবরাহিম আলাইহিমাস সালাম।[১১]

---

[১] প্রকৃত নাম আমির।

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১-২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৫-৬; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১-১৪, ৫২

[৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে ইবনু সাদ 'তা'-র পরিবর্তে 'ইয়া' অর্থাৎ 'ইয়াদলাফে'র পরিবর্তে 'তাদলাফ' লিখেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৪] ইবনু সাদ 'মাখি'র পিতার নাম 'আবকা' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৫] *আত-তাবাকাতুল কুবরায়* ইবনু সাদ 'ইয়া'র পরিবর্তে 'নুন' অর্থাৎ 'ইয়াহযান'-এর পরিবর্তে 'নাহযান' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৬] ইবনু সাদ 'আরআবি'-র পিতার নাম 'আইফা' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৭] *আত-তাবাকাতুল কুবরায়* ইবনু সাদ 'ইয়া'র পরিবর্তে 'বা' অর্থাৎ 'আইহামে'র পরিবর্তে 'আবহাম' লিখেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৮] ইবনু সাদ 'আইহাম বা আবহামের' পিতার নাম 'মাকসি' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৯] ইবনু সাদ 'মাযা'র পিতার নাম 'আউস' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[১০] ইবনু সাদ ও ইবনু আসাকির 'দালে'র পরিবর্তে 'যাল' অর্থাৎ 'কাইদার'র পরিবর্তে 'কাইযার' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত; *তারিখু দিমাশক,* ইবনু আসাকির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা: ৬০; দারুল ফিকর লিত্-তবা ওয়ান নাশর]

[১১] আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরি কালবির বর্ণনায় নবিজির বংশধারার এই অংশ উল্লেখ করেছেন এবং

[তৃতীয়াংশ] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ। ইবরাহিম ইবনু তারিহ[১] ইবনি নাহুর ইবনি সারুআ বা সারুগ ইবনি রাউ ইবনি ফালিখ ইবনি আবির ইবনি শালিখ ইবনি আরফাখশাদ ইবনি সাম ইবনি নুহ আলাইহিস সালাম ইবনি লামিক ইবনি মুতাওশলিখ ইবনি আখনুখ[২] ইবনি ইয়ারিদ[৩] ইবনি মাহলাইল ইবনি কাইনান ইবনি আনুশা ইবনি শিস ইবনি আদম আলাইহিমাস সালাম।[৪]

পরিবার

নবিজির পরিবার তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হাশিম ইবনু আব্দি মানাফের নামানুসারে 'হাশিমি পরিবার' হিসেবে পরিচিত। তাই হাশিম এবং তার পরবর্তী কয়েকজনের কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরছি—

[হাশিম] আমরা জানি, কাবা ও হজ-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে বনু আব্দি মানাফ ও বনু আব্দিদ দারের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হলে হাজিদের পান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব আসে হাশিমের ভাগে। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সম্পদশালী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। মক্কায় তিনিই প্রথম হাজিদের সারিদ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর। হাশিম অর্থ চূর্ণকারী। সারিদ তৈরি করতে গিয়ে রুটি চূর্ণ করতে হয়। সেখান থেকেই তার নাম হয়ে যায় হাশিম। কুরাইশদের জন্য তিনিই প্রথম দুটি সফরের প্রচলন করেন। একটি শীতের, অপরটি গ্রীষ্মের। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

হাজিদের জন্য করেন যিনি রুটি-ঝোলের এন্তেজাম,
মক্কাবাসী সকলের প্রিয়ভাজন আমর তাহার নাম।
সবার জন্য অবারিত তিনি, ছিল না আপন-পর,
তার হাত ধরে মক্কায় এল শীত ও গ্রীষ্মের দুটি সফর।

হাশিমের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি একবার সিরিয়ার উদ্দেশে বাণিজ্যিক সফরে

ইবনু সাদও বিশ্লেষণের পর উল্লেখ করেছেন। দেখুন, *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪-১৭। ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

[১] কুরআনে তাকে আযার বলা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এটা তার উপাধি।

[২] বলা হয়, তিনিই ইদরিস আলাইহিস সালাম।

[৩] ইবনু সাদ 'দালে'র পরিবর্তে 'যাল' অর্থাৎ 'ইয়ারিদে'র পরিবর্তে 'ইয়ারিয' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২-৪; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল-আসার,* পৃষ্ঠা : ৬; *খুলাসাতুস-সিরাহ,* ইমাম তাবারি, পৃষ্ঠা : ৬; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮; উৎসগ্রন্থগুলোতে নামের উচ্চারণে অনেক দ্বিমত দেখা যায়। এমনকি অনেক নাম বাদও পড়েছে।

বের হন। মদিনায় পৌঁছে বিয়ে করেন সালমা বিনতু আমরকে। আমর ছিলেন আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য। হাশিম সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। স্ত্রীকে রেখে যান তার পরিবারের কাছেই। আব্দুল মুত্তালিব তখনই তার গর্ভে আসে। ওদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় মৃত্যুবরণ করেন হাশিম।

৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আব্দুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন। কপালে শুভ্র চিহ্ন দেখে মা তার নাম রাখেন শাইবা।[১] ইয়াসরিব তথা মদিনায় তিনি তার নানার পরিবারে বেড়ে ওঠেন। মক্কায় অবস্থানকারী তার দাদার পরিবারের কাছে এসব তথ্য অজানাই থেকে যায়। হাশিমের ছিল চার পুত্র আর পাঁচ কন্যা। পুত্র আসাদ, আবু সাইফি, নাদলা ও আব্দুল মুত্তালিব। আর কন্যাদের নাম যথাক্রমে—শিফা, খালিদা, দইফা, রুকাইয়া ও জান্নাত।[২]

[আব্দুল মুত্তালিব] হাশিমের মৃত্যুর পর হাজিদের পান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় তারই ভাই মুত্তালিব ইবনু আব্দি মানাফের ওপর। তিনিও স্বজাতির কাছে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তার বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে কুরাইশরা তার নাম দিয়েছে ফাইআজ। শাইবা তথা আব্দুল মুত্তালিব ১০/১২ বছর বয়সে উপনীত হলে চাচা মুত্তালিব তার ব্যাপারে জানতে পারেন। এরপর বেরিয়ে পড়েন তার সন্ধানে। খুঁজে পেয়ে আনন্দ-অশ্রুতে সিক্ত হয় তার চোখ। বুকে টেনে নেন তাকে। সঙ্গে নিয়ে আসতে চান তিনি। কিন্তু শাইবা তো আর মায়ের অনুমতি ছাড়া আসতে পারেন না। তাই 'না' করে দেন। মুত্তালিব তখন শাইবার মায়ের কাছে অনুমতি চান। কিন্তু তিনিও রাজি হন না। মুত্তালিব তখন অভয় দিয়ে বলেন, 'সে তো তার নিজের দেশে যাবে, বাইতুল্লাহর দেখা পাবে।' এ কথা শুনে তিনি অনুমতি দেন। মুত্তালিব শাইবাকে নিজের উটের পিঠে চড়িয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। লোকেরা শাইবাকে গোলাম ভেবে বলে, 'এ তো মুত্তালিবের গোলাম।' মুত্তালিব প্রতিবাদ করে বলেন, 'না, সে আমার ভাই হাশিমের পুত্র।'

শাইবা চাচা মুত্তালিবের কাছেই পরিণত বয়সে পৌঁছেন। এরপর এক সফরে মুত্তালিব ইয়েমেনের রাদমান অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। তার অবর্তমানে তার সকল দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় আব্দুল মুত্তালিবের কাঁধে; পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতায় তিনিও সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পরিচালনা করেন। এমনকি ছাড়িয়ে যান পূর্বসূরির সবাইকে। স্বজাতির কাছ থেকে লাভ করেন সীমাহীন ভালোবাসা আর অসামান্য ভক্তি-শ্রদ্ধা।[৩]

মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ভাই নাওফাল আব্দুল মুত্তালিবকে কোণঠাসা করে দায়দায়িত্ব

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৭; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৭

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৩৮

সব কেড়ে নেয়। তখন তিনি আপন চাচার বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশের কিছু লোকের কাছে সাহায্য চান। কিন্তু তারা তাকে সাফ-সাফ জানিয়ে দেয়, 'তোমাদের চাচা-ভাতিজার মাঝে আমরা নাক গলাতে চাই না।' তারপর তিনি মামার বংশ বনু নাজ্জারের কাছে গেলেন সাহায্যের জন্য। আব্দুল মুত্তালিবের মামার নাম আবু সাদ ইবনু আদি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৮০ জন আরোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মক্কার উদ্দেশে। মক্কার কাছাকাছি আবতাহ অঞ্চলে এসে যাত্রাবিরতি করেন। মামার আগমনের খবর পেয়ে ভাগ্নে আব্দুল মুত্তালিব ছুটে যান। বলেন, 'মামা, আগে আমার ঘরে চলুন।' জবাবে তিনি বলেন, 'নাওফালের সাথে দেখা না করে আমি কোথাও যাচ্ছি না।' আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে নাওফালের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন সে কুরাইশ নেতাদের সাথে হাতিমে বসে ছিল। আবু সাদ তার তরবারি কোষমুক্ত করে বলেন, 'বাইতুল্লাহর রবের কসম, আমার ভাগ্নের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সবকিছু ফিরিয়ে না দিলে তোমাকে এখানেই শেষ করে দেব।' সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছু ফিরিয়ে দেয় এবং এ ব্যাপারে গণ্যমান্য কুরাইশদের সাক্ষী রাখে। তারপর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের বাড়িতে যান। সেখানে ৩ দিন ছিলেন। এরপর উমরা আদায় করে মদিনায় আসেন।

এই সব ঘটনা চলাকালে নাওফাল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বনু আব্দি শামস ইবনু আব্দি মানাফের সঙ্গে একত্র হয়ে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে মৈত্রীচুক্তি করে। অপরদিকে বনু খুযাআ যখন দেখে, বনু নাজ্জার মদিনা থেকে এসে আব্দুল মুত্তালিবকে সাহায্য করছে, তখন তারা বলে, 'সে যেমন তোমাদের সন্তান, তেমনই আমাদেরও সন্তান। তাই আমরা তাকে সাহায্যের ব্যাপারে অধিক হকদার।' এর কারণ আব্দু মানাফের মা তাদের বংশের কন্যা। তারপর তারা দারুন নাদওয়াতে প্রবেশ করে এবং বনু আব্দি শামস ও নাওফালের বিরুদ্ধে বনু হাশিমের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই মৈত্রীচুক্তিই একসময় মক্কাবিজয়ের কারণ হয়, যে আলোচনা সামনে আসছে।[১]

বাইতুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হলো—**এক.** যমযম কূপ খনন। **দুই.** হস্তীবাহিনীর ঘটনা।[২]

প্রথমটির সারসংক্ষেপ হলো, আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে যমযম কূপ খননের আদেশ করা হয়, বলে দেওয়া হয় কূপ-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি। অবিলম্বে তিনি খনন সম্পন্ন করেন। তখন জুরহুম গোত্রের পুঁতে রাখা জিনিসপত্র তার দখলে চলে আসে। নির্বাসনের সময় তারা সেগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। যেমন, কিছু তরবারি, লৌহবর্ম ও দুটি সোনার হরিণ। আব্দুল মুত্তালিব তরবারিগুলো দিয়ে কাবার দরজা তৈরি করেন, হরিণ-দুটো বসান এর দরজায়। এরপর যমযম থেকে হাজিদের পানিপানের ব্যবস্থা করেন।

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি : পৃষ্ঠা : ৪১-৪২

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪২-১৪৭

যমযম কূপ থেকে পানি উত্তোলন আরম্ভ হলে কুরাইশরা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। তারা এই কাজে তাদের শরিক করতে বলে। তিনি বলেন, 'আমার তো কিছু করার নেই। এর জন্য যে আমাকেই বাছাই করা হয়েছে।' কিন্তু এত সহজে তারা পিছু ছাড়তে রাজি নয়। তাই ফয়সালার জন্য বনু সাদের এক গণক নারীর শরণাপন্ন হয় সবাই; কিন্তু ফেরার পথে আল্লাহ তাআলা তাদের এমন এক নিদর্শন দেখান, যা থেকে তারা যমযমের সঙ্গে আব্দুল মুত্তালিবের বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন আব্দুল মুত্তালিব এই মানত করেন, যদি আল্লাহ তাকে ১০টি পুত্রসন্তান দান করেন আর তারা পরিণত বয়সে পৌঁছায়, তাহলে তাদের একজনকে তিনি কাবাচত্বরে কুরবানি দেবেন।

দ্বিতীয়টির সারসংক্ষেপ হলো, আবরাহা ইবনু সাবাহ আল-হাবশি ছিল বাদশাহ নাজাশির পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইয়েমেনের শাসক। আরবদের বাইতুল্লাহয় হজ করতে দেখে সে সানআয় বিশাল এক গির্জা নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য—আরব হাজিদের সেই গির্জামুখী করা। লোকমুখে এ কথা জানার পর বনু কিনানার এক লোক একরাতে গির্জায় প্রবেশ করে কিবলার স্থানে মল লেপ্টে দিয়ে আসে। আবরাহা এ ঘটনায় ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। ৬০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয় বাইতুল্লাহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। পুরো বাহিনীতে ৯টি বা ১৩টি হাতি। সবচেয়ে বড় হাতিটি আবরাহার নিজের জন্য।

একটানা সফর শেষে তারা মুগাম্মাস উপত্যকায় পৌঁছে। সেখানে তারা সেনাবাহিনী সুবিন্যস্ত করে; হাতিগুলো সাজিয়ে মক্কা-প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী উপত্যকা মুহাসসাবে গিয়ে হাতিগুলো বসে পড়ে। এক পা-ও নড়ে না! একচুলও বাড়তে চায় না কাবার দিকে। ডানে-বাঁয়ে বা পেছনের দিকে নিতে চাইলে হুড়মুড়িয়ে ওঠে; কিন্তু সামনে নিতে চাইলেই বসে যায়! এমন সময় আল্লাহ তাআলা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দেন। পাখিগুলো শক্ত পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করে আবরাহার বাহিনীর ওপর। এতে তাদের অবস্থা হয় চর্বিত ঘাসের মতো!

আকারে পাখিগুলো ছিল খুবই ছোট। প্রতিটি পাখি ৩টি করে কঙ্কর বহন করেছে। একটি ঠোঁটে আর বাকি দুটি দুই পায়ে। কঙ্করগুলো দেখতে মটরশুঁটির মতো। কারও ওপর পড়লেই তার অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। কঙ্কর সবার ওপর কিন্তু পড়েনি! কিছু অংশের গায়ে লেগেছিল মাত্র! এ অবস্থা দেখে পালাতে গিয়ে বাকিরা ঢেউয়ের মতো একে-অপরের ওপর আছড়ে পড়ে মরছিল! রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তাদের লাশ। আবরাহাকে আল্লাহ তাআলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করেন। তার আঙুলগুলো খসে যায়। খসে পড়তে থাকে দেহের অন্যান্য অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাও। সানআয় পৌঁছার পর তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এক পাখির বাচ্চা। এরপর একদিন বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে মারা যায় সে!

আক্রমণের প্রাক্কালে শঙ্কিত হয়ে কুরাইশরা বিভিন্ন গিরিপথ ও পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়; তবে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে তারা নিরাপদে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসে।[১]

নবিজির জন্মের ৫০ দিন—মতান্তরে ৫৫ দিন পূর্বে মুহাররম মাসে এই ঘটনাটি ঘটে। তখন ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের শুরু। এ ঘটনাটি নবিজির আগমন ও কাবাঘরের মর্যাদা রক্ষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিশেষ সাহায্য ও নিদর্শন। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাই, বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের দখলে থাকা অবস্থাতেও আল্লাহর শত্রু—মুশরিকরা একাধিকবার সেখানে হামলা চালিয়ে তা দখলে নিয়েছে। যেমন, বুখতুনাসর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে আর রোমানরা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে আগ্রাসন চালায়। এর বিপরীতে কাবা ছিল মুশরিকদের দখলে। খ্রিষ্টানরা সে সময় হকের অনুসারী হয়েও কাবা দখল করতে পারেনি। এতে কাবাগৃহের মর্যাদার বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়।

হস্তীবাহিনীর ঘটনাটি এমন মোক্ষম সময়ে ঘটে যে, খুব দ্রুতই এর খবর ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে। হাবশিদের সাথে রোমানদের তখন এক মজবুত সম্পর্ক। অপরদিকে পারসিকরা ওত পেতে আছে রোমানদের ঘায়েল করার জন্য। এ কারণে রোমান ও তাদের মিত্রদের গতিবিধির ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর তাই হস্তীবাহিনীর পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই পারসিকরা হামলা করে বসে ইয়েমেনে। রোম ও পারস্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি। সংগত কারণেই এই ঘটনায় পুরো দুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় কাবার প্রতি। কাবা যে আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর কাছে যে এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, সবার কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

এই ঘটনা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়—এটি হচ্ছে সেই ঘর, স্বয়ং আল্লাহ যেটিকে পবিত্রতা ও মর্যাদার জন্য মনোনীত করেছেন। তাই সেখানকার কেউ যদি নবুয়তের দাবি করে, তবে তা হবে এই ঘটনারই পরিপূরক। মুমিনদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের মাঝে নিহিত সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা এটাই, যা বস্তুনির্ভর দুনিয়ার বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল ১০ জন পুত্রসন্তান। তাদের নাম—হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ, হামযা, আবু লাহাব, গাইদাক, মুকাওবিম, সাফফার ও আব্বাস। মোট ১১ জন পুত্রের কথা যারা বলেন, তাদের মতে, আরেকজনের নাম কুসাম। ১৩ জনের কথাও বলেন অনেকে। তাদের মতে, বাকি দুজনের নাম আব্দুল কাবা ও হাজলা। এও বলা হয়, বস্তুত মুকাওবিমের অপর নাম আব্দুল কাবা আর হাজলা মূলত গাইদাকেরই নাম। কুসাম নামে আব্দুল মুত্তালিবের কোনো পুত্রসন্তান ছিলই না।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩-৫৬; *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬২-৪৬৯

তার ৬টি মেয়ে ছিল। তাদের নাম—উম্মুল হাকিম বা বাইদা, বাররা, আতিকা, সাফিয়া, আরওয়া ও উমাইমা।[১]

[নবিজির পিতা আব্দুল্লাহ] তার মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু আমর ইবনি আইজ ইবনি ইমরান ইবনি মাখযুম ইবনি ইয়াকজা ইবনি মুররা। আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে সুদর্শন, সচ্চরিত্র ও প্রিয় পুত্র ছিলেন তিনি। তার আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে—তিনি একজন জাবিহ বা আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত।

ঘটনার সারসংক্ষেপ—আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রসংখ্যা ১০ জন। তারা সবাই পরিণত বয়সে পদার্পণ করলে তিনি মানতের ব্যাপারে জানান। সন্তানরাও তার সাথে সহমত পোষণ করে। লটারির জন্য তাদের ১০ জনের নাম হোবল মূর্তির দায়িত্বশীলের হাতে দেওয়া হয়। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠে আসে।

আব্দুল মুত্তালিব তাকে কুরবানির জন্য ধারালো ছুরি নিয়ে কাবাচত্বরে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরাইশরা, বিশেষত বনু মাখযুম তথা তার মামার বংশের লোকেরা ও তার ভাই আবু তালিব এ কাজে বাধা দেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব বলেন, 'তাহলে আমার মানত পুরা করব কীভাবে?' তারা তাকে গণকের পরামর্শ নিতে বলেন। গণকের কাছে গেলে সে আব্দুল্লাহ ও ১০টি উটের মাঝে লটারি করতে বলে। লটারিতে যদি আব্দুল্লাহর নাম না আসে, তাহলে ১০টি করে উট বৃদ্ধি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে। এরপর যখন উটের নাম আসবে, তখন সবগুলো জবাই করে দিতে হবে।

ফিরে এসে তিনি আব্দুল্লাহ ও ১০ উটের মাঝে লটারির আয়োজন করেন; কিন্তু প্রতিবার কেবল আব্দুল্লাহর নামই আসে। আর ১০টি করে উট কুরবানির জন্য বরাদ্দ করা হয়। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে উটের সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছুলে লটারিতে উটের নাম আসে। তারপর জবাই করা হয় ১০০ উট। ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয় লোকজনের মধ্যে। হিংস্র প্রাণীদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় অনেক উট।

এর আগে কুরাইশ ও সমগ্র আরবে দিয়াতের পরিমাণ ছিল ১০টি উট। কিন্তু এই ঘটনার পর দিয়াতের জন্য ১০০ উট নির্ধারণ করা হয়। ইসলামি শরিয়ত তাতে কোনো পরিবর্তন করেনি। নবিজি বলেন, 'আমি দুই জাবিহের উত্তরসূরি।' অর্থাৎ ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং নবিজির পিতা আব্দুল্লাহ।[২]

---

[১] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৮-৯; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬-৬৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫৫; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* শায়খ আব্দুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১২, ২২, ২৩

আব্দুল মুত্তালিব তার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য আমিনাকে পছন্দ করেন। আমিনা ছিলেন ওহাব ইবনু আব্দি মানাফ ইবনি যুহরা ইবনি কিলাবের কন্যা। সার্বিক বিবেচনায় সে সময় তিনি সর্বোত্তম রমণী। তার পিতা বনু যুহরার সর্দার; অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। মক্কায় আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

কিছুদিন পর আব্দুল মুত্তালিব খেজুর দেখাশোনার কাজে আব্দুল্লাহকে মদিনায় পাঠান। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, বাণিজ্যিক সফরে তিনি সিরিয়া গমন করেন। কুরাইশ-কাফেলার সাথে ফিরতি পথে অসুস্থ হয়ে যান। মদিনায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি দেন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দারুন-নাবিগা আল-জুদিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আগেই তার মৃত্যু হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত। তবে তিনি নবিজির জন্মের দুই মাস পরে মৃত্যুবরণ করেছেন বলেও কথিত আছে।[১] এ শোকসংবাদ মক্কায় পৌঁছুলে আমিনার তীব্র কষ্টের আড়ালে ধ্বনিত হয় এই কবিতা—

হাশিমের পুত্রকে হারাল বাতহার এই জমিন,
নশ্বর এই নিবাস ছেড়ে মর্ত্যতলে হলো সে লীন।
মৃত্যুর ডাকে সারা দিল সে; মৃত্যু তো এমনি,
ইবনু হাশিম একা নয়; সে তো কাউকেই ছাড়েনি।
থেকে থেকে আজও জেগে ওঠে মনে দুঃসহ সেই স্মৃতি,
খাটিয়ায় যবে নিয়ে গেল তারে ঘটল প্রীতির ইতি।
মৃত্যু যদিও মুছে দিয়েছে তার পার্থিব অস্তিত্ব,
জগৎ থেকে হারাবে না কভু তার অনুপম মহত্ত্ব।

আব্দুল্লাহর রেখে-যাওয়া সম্পদের মধ্যে ছিল ৫টি উট, একপাল মেষ আর ১ জন হাবশি দাসী। তার নাম বারাকাহ, উপনাম উম্মু আইমান। তিনি ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেমা।[২]

* * *

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৬-১৫৮; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১; *ফিকহুস সিরাহ,* পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭১

নবিজির নবুয়ত-পূর্ব জীবন

দুনিয়ার বুকে নবিজির আগমন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মক্কায় বনু হাশিম গোত্রে ৯ রবিউল আউয়াল, সোমবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঘটে এবং পারস্যসম্রাট নওশেরওয়ার ক্ষমতায় আরোহণের ৪০ বছর পূর্ণ হয়। সুলাইমান মানসুরপুরি এবং জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশার বিশ্লেষণ অনুযায়ী দিনটি ছিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ বা ২২ এপ্রিল।[১]

নবিজির সম্মানিতা মাতা বলেন, আমি যখন তাকে প্রসব করি, তখন আমার দেহের ভেতর থেকে এমন এক জ্যোতি উৎসারিত হয়, তাতে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে ওঠে। ইরবায ইবনু সারিয়া থেকে ইমাম আহমাদও এর কাছাকাছি অর্থবোধক একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২]

নবিজির জন্মলগ্নেই নবুয়তের বেশ কিছু আলামত প্রকাশ পায়। পারস্যসম্রাটের প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধসে পড়ে। অগ্নিপূজকদের পূজার আগুন নিভে যায়। সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে আশপাশের গির্জাগুলোও ভেঙে পড়ে। এসব এসেছে ইমাম বাইহাকির বর্ণনায়;[৩]

---

[১] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬২; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২; *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩

[৩] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২

কিন্তু মুহাম্মদ আল-গাযালি তা সমর্থন করেননি।[১]

নবিজির জন্মগ্রহণের কিছুক্ষণ পরই তাকে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পাঠানো হয়। নাতিকে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হন তিনি। শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বাইতুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার জন্য দুআ করেন। তারপর নিজেই নাতির নাম রাখেন মুহাম্মাদ। আরব দেশে এর আগে এই নামের প্রচলন ছিল না। আরবদের রীতি অনুযায়ী ৭ম দিনে তার খতনা সম্পন্ন হয়।[২]

আপন মায়ের পর দুধমাতাদের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে সুওয়াইবার দুধ পান করেন। তিনি আবু লাহাবের দাসী। তখন মাসরুহ নামে তার একটি দুগ্ধশিশু ছিল। এর আগে নবিজির চাচা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবও তার দুধ পান করেছেন। তার পরে পান করেছে আবু সালামা ইবনু আব্দিল আসাদ আল-মাখযুমি।[৩]

বনু সাদে কয়েক বছর

নবজাতক শিশুকে উপযুক্ত কোনো দুধমাতার হাতে অর্পণ করাই ছিল তখনকার শহুরে আরবদের সাধারণ রীতি। এতে বাচ্চারা শহরের রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকত এবং গ্রামের নির্মল পরিবেশে সুস্থ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠত। তাছাড়া গ্রামে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখাটাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। তাই দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবিজির জন্য দুধমাতার সন্ধান করেন এবং বনু সাদ ইবনু বকর গোত্রের এক নারীকে পেয়ে যান। তার নাম হালিমা বিনতু আবি জুয়াইব। তার স্বামীর প্রকৃত নাম হারিস ইবনু আব্দিল উযযা এবং উপনাম আবু কাবশা। তিনিও একই গোত্রের মানুষ।

হালিমার ঘরে নবিজির দুধ-ভাইবোন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস, উনাইসা বিনতু হারিস এবং হুজাফা বা জুযামা বিনতু হারিস। জুযামার উপাধি শাইমা, যা তার নামের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি নবিজিকে কোলে রাখতেন। নবিজির চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিবও তার দুধভাই ছিলেন।

নবিজির চাচা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবকেও দুধপানের জন্য বনু সাদে পাঠানো হয়।

---

[১] *ফিকহুস সিরাহ,* মুহাম্মদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা : ৪৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬০; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া,* খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬২; কথিত আছে, তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৪; ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণিত হাদিস নেই। [দেখুন, *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮]

[৩] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৪; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৩

নবিজি তার দুধমাতা হালিমার কাছে থাকাকালে একদিন হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুধমাতা তাকে দুধপান করান। এভাবে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির দুধভাই হন—সুওয়াইবার দিক থেকে এবং বনু সাদের দিক থেকে।[১]

হালিমা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন; যা তিনি সবিস্ময়ে বর্ণনাও করেছেন। এখানে তার বর্ণনা সবিস্তার তুলে ধরছি—

হালিমা বলেন, একবার আমি বনু সাদ ইবনু বকরের নারীদের সঙ্গে আমার স্বামী ও দুধের ছেলেকে সাথে নিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খোঁজে বের হই। সে বছর ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ কারণে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি আমরা। আমার একটি গাধি ছিল। সেটি নিয়ে বের হই। উটনীটিও আমাদের সাথে। কিন্তু আল্লাহর কসম, এক ফোঁটা দুধও তা থেকে আমরা পেতাম না।

রাতে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় কান্না জুড়ে দিত। আমার স্তন্যদুগ্ধ কিংবা উটনীর দুধে তাদের কিছুই হতো না; তবু বৃষ্টি নামবে, স্বস্তি ফিরে আসবে—এই আশায় আমরা বুক বাঁধতাম। এসব ভেবে আমি আমার সেই গাধিটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। তবে এটা ছিল খুবই ধীরগতির। শীর্ণতা ও দুর্বলতার কারণে সেটা আমার সঙ্গীদের যেন বিপদেই ফেলে দেয়। একপর্যায়ে আমরা দুধের শিশুদের খোঁজে মক্কায় এসে পৌঁছি।

আমাদের সফরসঙ্গিনী প্রত্যেকের কাছেই মুহাম্মাদকে পেশ করা হয়; কিন্তু তার বাবা নেই, এটা শুনে সবাই তাকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ আমরা সবাই শিশুদের বাবার পক্ষ থেকে বড়সড় প্রতিদানের আশা রাখতাম। তাই সবাই বলত, ছেলেটা এতিম, তার মা-দাদা মিলে আর কীই-বা দিতে পারবে! এজন্য সবাই তাকে এড়িয়ে যায়।

ওদিকে আমার সকল সঙ্গিনীই পছন্দমতো শিশু পেয়ে যায়, বাকি থাকি কেবল আমিই। ফিরতি পথ ধরব, এমন সময় আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ, কোনো শিশু না নিয়ে খালিহাতে ফিরে যেতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি বরং ওই এতিম শিশুটিকেই নিয়ে আসি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা করা যায়। আল্লাহ তাআলা হয়তো তার মাঝেই আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন।

তিনি বলেন, তারপর আমি গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিই। সত্যি বলতে কী—অন্য কাউকে না পেয়েই মূলত তাকে নিয়েছিলাম সেদিন।

তারপর বলেন, তাকে নিয়ে আমি আমার বাহনের কাছে আসি। তাকে কোলে তোলার পরই আমার স্তনে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধের সঞ্চার হয়। শিশু মুহাম্মাদ তখন পান করে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯

তৃপ্ত হন; সঙ্গো তার দুধভাইও তৃপ্তি-সহকারে পান করে। তারপর গভীর ঘুমে ডুবে যায় তারা। এর আগে বহু রাত আমাদের নির্ঘুম কেটেছে। আমার স্বামী আমাদের সেই উটনীর কাছে গিয়ে দেখেন, উটনীর ওলানও দুধে টইটম্বুর। তিনি দুধ দোহন করে আনেন। আমরা দুজনেও পান করে পরিতৃপ্ত হই এবং দীর্ঘদিন পর সেদিনই একটি স্বস্তির রাত কাটাই আমরা। সকালবেলা আমার স্বামী আল্লাহর শপথ করে বলেন, জেনে রেখো হালিমা, নিশ্চয়ই তুমি এক বরকতময় শিশুকে গ্রহণ করেছ। জবাবে আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমারও তেমনটিই মনে হচ্ছে।

হালিমা বলেন, এরপর আমরা চলতে শুরু করি। আমি উঠি আমার সেই গাধিটির ওপর। সঙ্গো নিই মুহাম্মাদকে। আল্লাহর কসম, এরপর সেটি এত দ্রুত চলতে শুরু করে যে, সবগুলো গাধা পেছনে পড়ে যায়। সখীরা পর্যন্ত তখন আমাকে দুষ্টুমির ছলে বলে, হে আবু জুয়াইবের কন্যা, এ কী কাণ্ড! আমাদের ওপর একটু দয়া করো। এটা কি তোমার সেই গাধিটিই না, যাতে সওয়ার হয়ে আমাদের সঙ্গো এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ গো, এটা সে গাধিটিই। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভালো কিছু আছে।

হালিমা আরও বলেন, বনু সাদ অঞ্চলে আমরা আমাদের ঘরে ফিরে আসি। সে সময় সেখানকার চেয়ে শুষ্ক-অনুর্বর ভূমি আল্লাহর জমিনে আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা ছিল না; তবু আমাদের মেষগুলো খেয়েদেয়ে পেট ভরে, দুধভরা ওলান নিয়ে বাড়ি ফিরত। আর আমরা সেই দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হতাম। ওদিকে কেউ এক ফোঁটা দুধও দোহন করতে পারত না। তাদের পশুর ওলান থাকত একেবারে দুধশূন্য। একপর্যায়ে আমার কওমের লোকেরা তাদের রাখালদের তিরস্কার করে বলে, হালিমার রাখাল যেখানে মেষ চড়ায়, তোমরা সেখানে চড়াতে পারো না! কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। তাদের মেষগুলো বরাবরের মতো অনাহারেই থাকত, সামান্য দুধও দোহন করা যেত না। আর আমার মেষগুলো ফিরে আসত তৃপ্ত হয়ে, দুধভরতি ওলান নিয়ে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমরা প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ পেতেই থাকি। এভাবে মুহাম্মাদের বয়স যখন ২ বছর পূর্ণ হলো, আমি তাকে বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিই। এই অল্প সময়ে তিনি এতটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠেন, যা অন্য শিশুদের বেলায় সাধারণত দেখা যায় না। ২ বছর বয়সে তিনি সুস্থ-সবল শিশুতে পরিণত হন।

তারপর বলেন, আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে আসি; কিন্তু তার বরকত দেখে মনেপ্রাণে আমরা কামনা করি, তিনি যেন আরও কিছুদিন আমাদের কাছে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে আমরা তার মায়ের সঙ্গো আলাপ করি। তাকে বলি—ছেলেটা আরেকটু সবল হওয়া পর্যন্ত যদি আমাদের কাছে রাখতেন! মক্কার রোগব্যাধির কারণে তাকে নিয়ে আমি শঙ্কিত। তিনি বলেন, বারবার বলতে বলতে একসময় মা আমিনা

রাজি হয়ে যান।[১]

এভাবেই নবিজির জন্মের পর ৪ বা ৫টি বসন্ত কেটে যায় বনু সাদে। এরপর তার বক্ষবিদীর্ণের ঘটনা ঘটে। একদিন নবিজি বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন, এমন সময় জিবরিল আমিন আসেন। তাকে তুলে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেন এবং বুক চিরে তার হৃৎপিণ্ড বের করে আনেন। তারপর সেখান থেকে একটি অংশ বের করে বলেন, এটা হলো আপনার মাঝে শয়তানের অংশ। এরপর হৃৎপিণ্ডটি একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। তখন ওই শিশুরা দৌড়ে তার দুধমায়ের কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদকে তো হত্যা করা হয়েছে। এ কথা শুনে সবাই সেদিকে গিয়ে দেখে—ভয়ে তিনি বিবর্ণ হয়ে আছেন।[২]

ফিরে এলেন মায়ের কোলে

বক্ষবিদীর্ণের ঘটনার পর হালিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বেশ ভয় পেয়ে যান। তড়িঘড়ি করে তিনি নবিজিকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে আসেন। এরপর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত মমতাময়ী মায়ের কাছেই থাকেন।[৩]

মা আমিনা ইয়াসরিবে (মদিনায়) তার মরহুম স্বামীর কবর যিয়ারতের নিয়ত করেন। মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছতে তাকে দীর্ঘ ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। তার সাথে আছেন শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দাসী উম্মু আইমান। আর তাদের অভিভাবক হিসেবে আছেন আব্দুল মুত্তালিব।[৪] সেখানে তিনি ১ মাস ছিলেন। ফেরার সময় মক্কার উদ্দেশে যাত্রার শুরুর দিকেই আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়।[৫]

দাদার সান্নিধ্যে ছোট্ট নবিজি

দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। বাবার পর এবার মাকে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬২-১৬৪

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৩০২

[৩] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৭; *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] সেই সফরে নবিজির দাদা আব্দুল মুত্তালিবও তাদের সাথে ছিলেন—সিরাতের প্রামাণ্যগ্রন্থাবলিতে এমন তথ্য আমরা খুঁজে পাইনি। প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল তিন জনের কথা—উম্মু আইমান, নবিজি ও তার সম্মানিতা মা আমিনা।

[৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৭; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া,* খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩; *ফিকহুস সিরাহ,* পৃষ্ঠা : ৫০

হারান নবিজি—এ যেন পুরোনো কষ্টের আগুনে নতুন যন্ত্রণার হাওয়া। পালাক্রমে বিপদে পতিত হতে দেখে এতিম নাতির প্রতি দাদার হৃদয়ে মমতার জোয়ার এসে ভিড় করে। ছেলেদের চেয়ে নাতিকে তিনি বেশি ভালোবেসে ফেলেন। একা বলে তাকে অবহেলা নয়; বরং ছেলেদের ওপর প্রাধান্য দেন।

আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বাইতুল্লাহর ছায়ায় একটি বিছানা বিছানো হতো। নানা প্রয়োজনে ছেলেরা সেখানে এলে, বিছানার চারপাশে বসত। তার সম্মানার্থে কেউ ওপরে উঠত না; কিন্তু নবিজি যথারীতি সেই বিছানায় উঠে বসতেন। তখন চাচারা তাকে সরিয়ে নিতে গেলে, আব্দুল মুত্তালিব দেখলে বলতেন, 'তোমরা আমার এ নাতিকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, অবশ্যই সে বড় কিছু হবে।' এরপর আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে তার কোলঘেঁষে বসাতেন আর নাতির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। শিশু মুহাম্মাদের আচার-আচরণ দেখে ভীষণ মুগ্ধ হতেন তিনি।[১]

নবিজির বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে নবিজিকে তার চাচা আবু তালিবের হাতে তুলে দেন। আবু তালিব ছিলেন নবিজির পিতা আব্দুল্লাহর আপন ভাই।[২]

নবিজির অভিভাবক প্রিয় চাচা আবু তালিব

আবু তালিব তার ভাতিজার জিম্মাদারি বেশ নিষ্ঠার সাথেই পালন করেছেন সবসময়। আপন ছেলের মতো নবিজিকে বুকে টেনে নিয়েছেন তিনি। নিজের সন্তানদের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন তাকে। কখনো কটু কথা শোনাননি, কখনো রাগান্বিত হননি তার ওপর। দীর্ঘ ৪০ বছরেরও অধিক সময় নবিজি তার প্রিয় চাচার সান্নিধ্য পেয়েছেন। চাচা আবু তালিব সবসময় তাকে বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করেছেন। যখন সমগ্র কুরাইশ গোত্র তার বিপক্ষে চলে গিয়েছে, তখনো তিনি প্রিয় ভাতিজার পাশে ছিলেন। যথাসময়ে সেসব আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

হঠাৎ নেমে এল বৃষ্টির ধারা

জাহলামা ইবনু উরফুতা বলেন, আমি একবার মক্কায় যাই। সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। কুরাইশরা তখন বলে, ভাই আবু তালিব, উপত্যকা শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে; পরিবার-পরিজন অনাহারে আছে। চলুন না, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করি! এ কথা শুনে আবু তালিব এক বালককে নিয়ে বের হন। বালকটিকে মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো লাগছিল। থেকে থেকে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছিল তার চেহারা থেকে। আশেপাশে আরও

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৯; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭

অনেক বালক ছিল। আবু তালিব বালকটিকে সঙ্গো করে কাবার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেন। বালকটি তার আঙুল ধরে রেখেছিল। আকাশে তখন মেঘের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু আবু তালিব তাকে নিয়ে সেখানে বসতেই এদিক-সেদিক থেকে মেঘেরা ছুটে আসতে থাকে। সহসাই আকাশ ভেঙে নামে বৃষ্টির ধারা। নিম্নভূমিতে পানি জমে ওঠে, উপত্যকাগুলো উপচে পড়ে। চারদিকে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ। এদিকে ইঙ্গিত করে আবু তালিব বলেন—

তার চেহারার দোহাই দিয়ে
করা হয় বৃষ্টির প্রার্থনা,
বিধবা, এতিম ও দুস্থরা পায়
তার কাছে সান্ত্বনা।[১]

খ্রিস্টান পাদরির ভবিষ্যদ্বাণী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ১২ বছর অথবা ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন,[২] তখন তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ার উদ্দেশে বের হন। বুসরায় তারা যাত্রাবিরতি করেন। বুসরা তখন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত, হাওরান রাজ্যের রাজধানী; রোমান-আওতাধীন আরবাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। সেই শহরে জারজিস নামে এক পাদরি ছিলেন। তবে বুহাইরা নামে সে অধিক পরিচিত। কাফেলা যাত্রাবিরতি করলে, বুহাইরা তাদের কাছে যান। তাদেরকে সম্মান দেখান ও আদর-আপ্যায়ন করেন। এর আগে কখনো তাকে এমনটি করতে দেখা যায়নি। হতে পারে এবার নবিজির উপস্থিতি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই অনুমান একেবারে মিথ্যে নয়। নবিজির মধ্যে তিনি নবুয়তের বৈশিষ্ট্যাবলি দেখতে পান। তাকে অনাগত কালের নবি বলে শনাক্ত করেন এবং তার হাত ধরে তিনি বলেন, এই তো বিশ্বজগতের নেতা। ধরার বুকে তাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। আবু তালিব বলেন, আপনার এ কথার প্রমাণ কী? তিনি বলেন, গিরিপথ দিয়ে আসার সময় এমন কোনো পাথর ও গাছ ছিল না, যা তাকে সিজদা করেনি। নবি ছাড়া অন্য কারও প্রতি এরা সিজদাবনত হয় না। তাছাড়া তার কাঁধের নিচে আপেলের মতো নবুয়তের চিহ্ন রয়েছে। আর এ ব্যাপারে আমরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জেনেছি। ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় তিনি নবিজিকে নিয়ে সিরিয়ায় যেতে আবু তালিবকে নিষেধ করেন। পরামর্শ

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

[২] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭

অনুযায়ী আবু তালিব তার লোকজন দিয়ে নবিজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।[১]

মক্কার বুকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ১৫ হলে কুরাইশ ও তাদের মিত্র—কিনানা এবং কাইস আইলানের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসের পাতায় যা হারবুল ফিজার (পাপীদের লড়াই) নামে সুপরিচিত। এই যুদ্ধে বয়স ও মর্যাদার বিবেচনায় কুরাইশ ও কিনানা—উভয় গোত্রের নেতৃত্ব দেয় হারব ইবনু উমাইয়া। যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে কাইস গোত্রের অবস্থান ভালো থাকলেও মধ্যভাগে কিনানা গোত্র এগিয়ে থেকেছে। পবিত্র মাস ও স্থানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করে যুদ্ধ করায় এর নাম দেওয়া হয় 'হারবুল ফিজার'। নবিজিও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তির কুড়িয়ে এনে চাচাদের হাতে তুলে দিতেন।[২]

শান্তির পথে মক্কাবাসী

এই যুদ্ধের পরই পবিত্র জিলকদ মাসে হিলফুল ফুজুল (শান্তিসংঘ) অনুষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্যে কুরাইশের বিভিন্ন শাখাগোত্রকে আহ্বান করা হয়। তাদের মধ্যে ছিল বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ ইবনু আব্দিল উযযা, যাহরা ইবনু কিলাব এবং তাইম ইবনু মুররা। বয়স ও সম্মানের খাতিরে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআন তামিমির বাড়িতে বসে। সেখানে তারা সম্মিলিতভাবে এই শপথ করে—পুরো মক্কায় যে-ই জুলুমের শিকার হবে, সকলে মিলে তার পাশে দাঁড়াবে। আর জালিমকে তার জুলুমের দায় নিতে বাধ্য করবে। নবিজিও এই শপথ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবিজি বলেন—

لَقَدْ شَهِدْتُّ فِى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِهِ حُمْرٌ النَّعَمِ ،
وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِى الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআনের বাড়িতে যে শপথ-অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা আমার কাছে লাল উটনীর চেয়ে বেশি প্রিয়। ইসলামের এ যুগেও এমন কোনো আহ্বান করা হলে আমি তাতে সানন্দে সাড়া দেব।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮০-১৮৩; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৪-১৮৭; *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৬০; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৩, ১৩৫; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল

এই শপথ গোঁড়ামি থেকে সৃষ্ট জাহিলি জাত্যভিমান নস্যাৎ করে দেয়। বিশেষ এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সাম্যচুক্তি সম্পাদিত হয়। তা হলো—

ইয়েমেনের যুবাইদ অঞ্চলের এক লোক পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। আস ইবনু ওয়ায়িল আস-সাহমি নামে মক্কার আরেক লোক তার পণ্য কিনে নেয়; কিন্তু মূল্য পরিশোধে টালবাহানা শুরু করে। নিরুপায় হয়ে সে বিক্রেতা আস ইবনু ওয়ায়িলের মিত্রগোষ্ঠী—আব্দুদ দার, মাখযুম, জামহা, সাহমা, আদি ও অন্যান্য গোত্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না। তখন সে আবু কুবাইস পাহাড়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার মাধ্যমে সে তার সঙ্গো ঘটে যাওয়া জুলুমের বিবরণ তুলে ধরে। যুবাইর ইবনু আব্দিল মুত্তালিব সেখান দিয়েই তখন যাচ্ছিলেন। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে তিনি জানতে চান, কী কারণে সে অবহেলিত? এরপরই ওই সকল গোত্র একত্রিত হয়, যাদের কথা হিলফুল ফুজুল-প্রসঙ্গো উল্লেখ করা হয়েছে। শপথের পর তারা সকলে আস ইবনু ওয়ায়িলের কাছে গিয়ে ওই লোকটির পাওনা আদায় করে ছাড়ে।[১]

নবিজির কর্মমুখর জীবনযাপন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনের প্রারম্ভে নির্দিষ্ট কোনো পেশায় নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, একটা সময় তিনি মেষ চড়িয়েছেন। কখনো দুধভাইদের সঙ্গো বনু সাদে,[২] আবার কখনো মক্কায় অর্থের বিনিময়ে।[৩] তাছাড়াও ২৫ বছর বয়সে তিনি উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি বাণিজ্যিক স্বার্থে তার পণ্যদ্রব্য দেখাশোনার জন্য পুরুষদের নিয়োগ দিতেন। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের বাণিজ্যিক সফরেও পাঠাতেন। কুরাইশদের প্রধান পেশা ব্যবসা। তিনি নবিজির সততা, আমানতদারিতা ও সচ্চরিত্রের ব্যাপারে জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এই আশ্বাস দেন—অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে তিনি ভালো পারিশ্রমিক দেবেন। আর এই সফরে তার গোলাম মাইসারাও নবিজির সঙ্গা দেবে। নবিজি সানন্দে খাদিজার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর তারা মালামাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে মাইসারাকে নিয়ে

ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৩] *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৫২

পৌঁছে যান সিরিয়ায়।[১]

খাদিজার সঙ্গে শুভবিবাহ

ব্যবসার কাজ সেরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবার তার বাণিজ্যে এমন আমানত ও বরকত দেখতে পেলেন, যা এর আগে দেখেননি। উপরন্তু নবিজির অমায়িক আচরণ, উত্তম চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সত্যকথন ও আমানতদারিতা সম্পর্কে মাইসারার দেওয়া খবর তাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তোলে। তিনি যেন তার হারানো ও কাঙ্ক্ষিত সম্পদের সন্ধান পেয়ে যান নবিজির মাঝে। মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে প্রায়ই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাত; বরাবরই সেসব প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু নবিজির প্রতি তার ভালো লাগা তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করে। তিনি বান্ধবী নাফিসা বিনতু মুনাব্বির কাছে মনের এ কথা খুলে বলেন। নাফিসা সোজা নবিজির কাছে গিয়ে খাদিজাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রাথমিকভাবে নবিজি সম্মত হন এবং চাচাদের সাথে কথা বলেন। তারাও খাদিজার চাচার সাথে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেন। এভাবে সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিয়ের আকদ-অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুদার গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা উপস্থিত হন। সিরিয়া থেকে ফেরার দুই মাসের মাথায় নবিজি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়েতে মোহর হিসেবে ২০টি বকরি প্রদান করেন। বিয়ের সময় খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৪০ বছর। বংশমর্যাদা, ধনসম্পদ ও বুদ্ধিমত্তার বিবেচনায় তিনি ছিলেন সর্বোত্তম নারী। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, নবিজি আর কাউকে বিয়ে করেননি।[২]

ইবরাহিম ছাড়া নবিজির সকল সন্তানের মা তিনিই। প্রথম সন্তান কাসিম। তার নামানুসারেই নবিজির উপনাম আবুল কাসিম। এরপর জন্মগ্রহণ করেন যাইনাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহকে তাইয়িব ও তাহির নামেও ডাকা হতো। নবিজির ছেলে-সন্তান সবাই শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। আর কন্যারা সবাই ইসলামের সময়কাল পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে হিজরতও করেছেন; তবে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া নবিজির জীবদ্দশায় সবাই মৃত্যুবরণ করেন। আর ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন নবিজির ইন্তেকালের ৬ মাস পর।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৭-১৮৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৯-১৯০; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৯; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯০-১৯১; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৬০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড :